নভেম্বর মাস :
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস

প্রকাশনার ৮৩ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ৪১ ❖ ১২ - ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পারলৌকিক জীবন

মরণের পরে

আর্চবিশপ মাইকেল এম. রোজারিওকে সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হোক

সচেতন হই ডায়াবেটিকস্ প্রতিরোধ করি

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

জন ফ্রান্সিস গমেজ

জন্ম: ৩১ জুলাই, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে দুটি বছর পার হয়ে আবার এলো সেই বেদনা বিধুর দিনটি, ১৪ নভেম্বর যে দিন পৃথিবীর বুক থেকে, আমাদের মাঝে থেকে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে! তোমার স্মৃতি কালো অন্ধকার করে রেখেছে আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত, সেই স্মৃতি কাঁদায় আমাদেরকে। দুটি বছরের মধ্যে কেউ একদিনের জন্যও ভাল নেই, যে যেখানেই যায়, যা কিছু করি শুধু তোমার স্মৃতিচারণ করে! বিশেষত তোমার আদরের নাতি অরিজিৎ কবরের পাশে গিয়ে ডাকে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে বলে। তোমার বিয়োগ এক অপূরণীয় ক্ষতি, এক অসীম শূন্যতা এনে দিয়েছে আমাদের পরিবারে। তুমি যেমন ছিলে আমাদের পরিবারের মধ্যমণি, তেমনি আছ, তেমনি থাকবে তোমার পরিবারের মাঝে, তোমার সহজ সরল পথে চলা আদর্শ নিয়ে। তোমার সৎ জীবনাদর্শ নিয়ে যেন চলতে পারি আমরা তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো পাপা। পরম পিতার সান্নিধ্যে, তাঁর অনন্তধামে তিনি পরম যত্নে স্থান দিক তোমাকে এই আমাদের প্রার্থনা ।

তোমার ভালোবাসার ও স্নেহধন্য পরিবার

সহধর্মিনী: এলিজাবেথ সুনীতি গমেজ

মেয়ে: এ্যানেট ঝুমুর গমেজ

ছেলে ও বৌমা: কনরাট জুয়েল গমেজ ও এগ্নেস রিংকু গমেজ, ডেজমন্ড সঞ্জীব গমেজ ও জেসি জুলিয়েট গমেজ, রাজীব বার্নাড গমেজ ও রোজমেরী বর্ণা গমেজ।

নাতি নাতনী: শ্যারণ এলিজাবেথ গমেজ, অভিষেক ফ্রান্সিস গমেজ, অরিজিৎ ডমিনিক গমেজ, *আন্তনী *অর্ঘ্য গমেজ ** *ফ্রান্সিসকা পূর্ণতা গমেজ*, ফ্রান্সিসকা আরোহী গমেজ ।

বিজ্ঞ/৩৪৮/২০২৩

মমতাময়ী মায়ের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।'

প্রয়াত যোসফিন কোড়াইয়া

জন্ম : ৮ মে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)

রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

আমাদের স্নেহময়ী মা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেল, তা-ও আজ ছয়টি বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি মা, তবুও তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়ে যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার কষ্টগাঁথা কর্মময় জীবনের দ্বারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন রত্নগর্ভা মা হয়ে, আমাদের মানুষ করে মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমার ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতী-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ফাদার প্রশান্ত থিওটনিয়াস, সুশান্ত টমাস-বিউটি, ডেনিস আলবার্ট-হীরা, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিয়াস, জুয়েল প্রনয়-লিজা ও ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সিস্টার হেলেন এসএসএমআই, আন্না সুমতি-ইগ্নেসিয়াস, সিস্টার স্মৃতি তেরেজা সিআইসি ও সিস্টার বাসনা রিবেরু সিএসসি

নাতি-নাতনী, পুতি এবং আত্মীয়স্বজনেরা।

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৪১
১২ - ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৭ কার্তিক - ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

জীবন সম্বন্ধে সচেতনতা

নভেম্বর মাস জুড়েই মৃত প্রিয়জনদের স্মরণ করি, কল্যাণ প্রার্থনা করে আমাদের নিজেদের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করি। প্রার্থনা, মঙ্গলকাজ ও কল্যাণ কামনা করার মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি মৃত প্রিয়জনেরা আমাদের মন ও মনন থেকে একেবারে চিরতরে চলে যাননি। শারীরিকভাবে মৃতজনেরা উপস্থিত না থাকলেও আমাদের হৃদয়ে তারা উপস্থিত থাকেন।

শারীরিক মৃত্যু ঘটে বিভিন্ন রোগে ও সময়ের স্বাভাবিকতায়। ডায়াবেটিকস এমন এক রোগ যা একজন ব্যক্তিকে ধীরগতিতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। সঙ্গতকারণেই ডায়াবেটিকস এর কুফল তুলে ধরে দীর্ঘ জীবন লাভের বিষয়ে সচেতনতা দান করতে ১৪ নভেম্বর বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিকস দিবস পালন করা হয়। সময়ের আগে মৃত্যুরোধ করতে হলে জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ভোগবাদী ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন বাদ দিতে হবে।

কিছু কিছু সময় আমরা জীবনকে এমনভাবে উপভোগ করি যে তখন জীবনকে স্বার্থপর মনে হয়। বাইরের কোন কিছু চিন্তা না করে, অন্যকে সাহায্য করার চিন্তা না করে আমরা শুধু নিজেদের কথাই চিন্তা করি। এই স্বার্থপরতা ও উপভোগের সংস্কৃতিতে লিপ্ত হয়ে আমরা আশেপাশের মানুষের দুঃখ, দারিদ্র, হতাশা অথবা যে কোন সাহায্যে নিজেদেরকে জড়াই না। আমরা শুধু নিজেদেরকে নিয়েই ভাবি, নিজেদের লোভ, ভোগকে বেশি প্রাধান্য দেই। এতে সমাজে কারো কোন উপকার না হলেও, আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক একধরণের শান্তি অনুভব করি। তবে কিছু মানুষ আছে যারা আশেপাশের অন্ধকার দূর করার জন্য আলোকিত হন ও অন্যকে আলোকিত করতে সহায়তা করেন। এই আলোকিত করার পিছনে থাকে তাদের ত্যাগ ও নিরহংকার মনোভাব। মোমবাতির ন্যায় সমাজের কিছু কিছু মানুষ নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়। মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে নিঃশেষ হয়। নিজের জন্য কিছু না করে শুধুমাত্র দেশ, সমাজ, জাতির জন্য বিভিন্ন স্তরে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ একধরণের জীবনযাপন করে।

জীবন আছে বলেই মৃত্যু আছে। তারপরও মানুষ ভাবে সারা জীবন সে বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকার আশা, স্বপ্ন ও বিশ্বাস মানুষের মধ্যে থাকতে হবে। জন্ম যেমন সত্য, তেমনি সময়ের পরিক্রমায় কিংবা যে কোনো মুহূর্তে যে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে, এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, মানুষ এখন মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে ক্রমাগত নেতিবাচক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। মানবিক আচরণ দানবিক আচরণে পরিণত হচ্ছে। মানুষের অহংকার মানুষকে ভাবতে শেখাচ্ছে, সে সারাজীবন বেঁচে থাকবে। মানুষ এখন ভুলতে বসেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সময় আর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে মানুষের জন্য কিছু করা। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের চেয়ে সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া।

মনে রাখতে হবে, মৃত্যুর চেয়ে চরম সত্যি আর কিছু নেই। তাই জীবন নিয়ে গর্বের কিছু নেই। পৃথিবীতে মানুষ একাই আসে, একাই চলে যায়। ধন-সম্পদ, অর্থ, অহমিকা, ক্ষমতা সবকিছু পড়ে থাকে। একদিন মৃত্যু এসে সবকিছু কেড়ে নেবে, কেবল বেঁচে থাকবে অবদান। সেই অবদানের প্রতিদান মানুষ দিতে জানে। অমরত্ব ও মর্যাদা মানুষ ধন-রত্ন ও অর্থের মাধ্যমে লাভ করে না; আত্মত্যাগ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর সৃষ্টি মানুষকে মৃত্যুর পরও বাঁচিয়ে রাখে। প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও তেমনি এক ব্যক্তিত্ব যিনি মরে গিয়েও অনেক মানুষের অন্তরে জাগ্রত। তাঁর সহজ-সরল, সাধারণ, নির্মোহ জীবনযাপন; সত্য ও ন্যায্যতায় দৃঢ়তা; নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতা এবং সকলের প্রতি দরদবোধ তাঁকে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে জীবন্ত করে রেখেছে। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শীঘ্র শুরু করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী তাঁকে সকল সময়ের জন্য জীবিত করে রাখতে পারবে বলে মনে করি।†

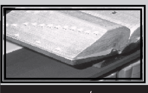

সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেইদিন বা সেইক্ষণ জান না।
মথি ২৫:১৩

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

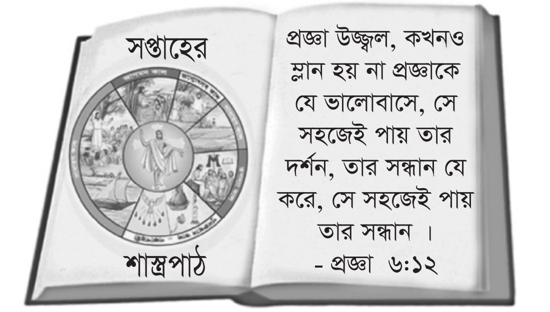

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১২ নভেম্বর, রবিবার

প্রজ্ঞা ৬: ১২-১৬, সাম ৬৩: ২-৮, ১ থেসা ৪: ১৩-১৮, মথি ২৫: ১-১৩

১৩ নভেম্বর, সোমবার

প্রজ্ঞা ১: ১-৭, সাম ১৩৯: ১-১০, লুক ১৭: ১-৬

১৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার

প্রজ্ঞা ২: ২৩ -- ৩: ৯, সাম ৩৪: ২-৩, ১৬-১৯, লুক ১৭: ৭-১০

১৫ নভেম্বর, বুধবার

মহাপ্রাণ সাধু আলবার্ট, বিশপ ও আচার্য

প্রজ্ঞা ৬: ১-১২, সাম ৮২: ৩-৪, ৬-৭, লুক ১৭: ১১-১৯

১৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

স্কটল্যাণ্ডের সাধ্বী মার্গারেট, সন্ন্যাসব্রতী, **সাধ্বী গ্রেট্রুড**, কুমারী

প্রজ্ঞা ৭: ২২--- ৮: ১, সাম ১১৯: ৮৯-৯১, ১৩০, ১৩৫, ১৭৫, লুক ১৭: ২০-২৫

১৭ নভেম্বর, শুক্রবার

হাঙ্গেরীর সাধ্বী এলিজাবেথ, সন্ন্যাসব্রতী, *স্মরণ দিবস*

প্রজ্ঞা ১৩: ১-৯, সাম ১৯: ১-৫, লুক ১৭: ২৬-৩৭

১৮ নভেম্বর, শনিবার

প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পলের মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রজ্ঞা ১৮: ১৪-১৬; ১৯: ৬-৯, সাম ১০৫: ২-৩, ৩৬-৩৭, ৪২-৪৩, লুক ১৮: ১-৮

অথবা (মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে)

শিষ্য ২৮: ১১-১৬, ৩০-৩১, সাম ৯৮: ১-৬, মথি ১৪: ২২-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১২ নভেম্বর, রবিবার

+ ১৯৬৩ ফাদার আলফন্স মেতিভিয়ার সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ নভেম্বর, সোমবার

+ ১৯২৮ ফাদার লুইজি ব্রামবিল্লা পিমে (দিনাজপুর)

+ ১৯৩৮ ব্রাদার জন হাইম সিএসসি

+ ১৯৭১ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি (ঢাকা)

১৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার

+ ১৯৮৮ ফাদার চার্লস জে. ইয়ং সিএসসি (ঢাকা)

+ ২০০৯ সিস্টার জুসেপিনা ডি'সূজা এসসি (দিনাজঃ)

১৫ নভেম্বর, বুধবার

+ ১৯৯১ ফাদার মারিও আলভিজিনি পিমে (দিনাজপুর)

১৭ নভেম্বর, শুক্রবার

+ ১৯৭৫ ফাদার ফ্রান্সেস্কো গেজ্জী পিমে (দিনাজপুর)

১৮ নভেম্বর, শনিবার

+ ১৯৭৬ ফাদার রেমন্ড সুটালস্কি সিএসসি (ঢাকা)

+ ২০১৬ সিস্টার মেরী বার্নাডেট আরএনডিএম

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

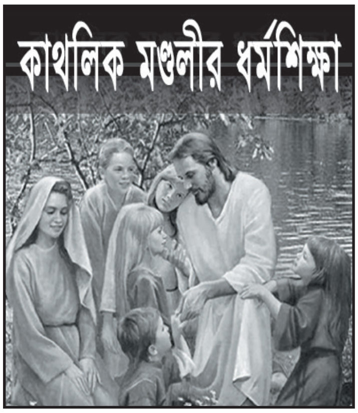

১৬৩২: স্বামী-স্ত্রীর 'হ্যাঁ, আছি' এই সম্মতি যেন স্বেচ্ছাকৃত ও দায়িত্বপূর্ণ ক্রিয়া হয়, এবং বিবাহ সন্ধি যেন দৃঢ় ও স্থায়ী মানবীয় এবং খ্রীষ্টীয় ভিত্তি লাভ করতে পারে সেজন্য বিবাহের প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পিতামাতা ও পরিবারের দৃষ্টান্ত ও তাদের দেওয়া শিক্ষা এই প্রস্তুতির বিশেষ ধরন।

বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় ও মানবীয় মূল্যবোধ সঞ্চার করার জন্য পালকগণের এবং 'ঈশ্বরের পরিবার' রূপে খ্রীষ্টীয় সমাজের ভূমিকা অপরিহার্য। আমাদের বর্তমান যুগে এই ভূমিকা আরও বেশী প্রয়োজন যখন যুবক-যুবতী ভেঙ্গে যাওয়া পরিবারের শিকার হয়, যেখানে প্রাথমিক গঠনের যথেষ্ট নিশ্চয়তা নেই।

"দাম্পত্য প্রেমের মর্যাদা, ভূমিকা ও তার আচরণ সম্পর্কে যুবক যুবতীদের উপযুক্ত ও সময়োপযোগী শিক্ষা দান করা, বিশেষ করে নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে এই শিক্ষা দান করা অবশ্য কর্তব্য, যাতে শুচিতার মূল্যবোধ শিক্ষালাভ করে এক উপযুক্ত বয়সে তারা সম্মানজনক প্রাক বিবাহ সম্পর্কে এবং বিবাহ বন্ধনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় ।

মিশ্র বিবাহ ও ধর্মের ভিন্নতা

১৬৩৩: অনেক দেশেই মিশ্র বিবাহের (কাথলিক ও দীক্ষাস্নাত অ-কাথলিকদের মধ্যে বিবাহ) পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। দম্পতি ও পালকদের এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ধর্মের ভিন্নতা নিয়ে বিবাহ (কাথলিক ও দীক্ষাস্নাত অ-কাথলিকদের মধ্যে বিবাহ) প্রশ্নে আরও সার্বিক সতর্কতা প্রয়োজন।

১৬৩৪: খ্রীষ্টবিশ্বাসের স্বীকারোক্তির ভিন্নতা বিবাহে অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে না, যদি তারা তাদের নিজ নিজ মাণ্ডলীক সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাস একসাথে মিলাতে সক্ষম হয় এবং পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে কিভাবে প্রত্যেকে খ্রীষ্টেতে বিশ্বস্ততায় জীবন যাপন করতে পারে। মিশ্র বিবাহে জড়িত অসুবিধাগুলোর গুরুত্ব খাটো করে দেখাও উচিৎ নয়। সেই অসুবিধাগুলো উদ্ভব ঘটে এই কারণে যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিচ্ছেদ এখনও দূর হয়নি। খ্রিস্টানদের মধ্যে অনৈক্যের মর্মান্তিক ঝুঁকি স্বামী-স্ত্রী এমনকি নিজ বাড়ীতেই উপলব্ধি করে। ধর্মের ভিন্নতা এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলতে পারে। শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাস ও বিবাহ সম্বন্ধে ধারণার পার্থক্যই নয় , কিন্তু ভিন্ন ধর্মীয় মনোভাব বিবাহে বিরোধের উৎস হয়ে দাড়াতে পারে, বিশেষভাবে সন্তানদের গঠন-শিক্ষা ব্যাপারে, ফলে সেখানে দেখা দিতে পারে ধর্মের প্রতি উদাসীনতার প্রলোভন।

১৬৩৫: লাতিন মণ্ডলীতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, মিশ্র বিবাহের বৈধতার জন্য মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট অনুমোদন প্রয়োজন। ধর্মের ভিন্নতার ক্ষেত্রে, বিবাহের সিদ্ধতার জন্য এই বাঁধা থেকে প্রকাশিত অব্যাহতির প্রয়োজন। এই অনুমতি বা অব্যাহতি দেবার ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে,উভয়পক্ষই বিবাহের মৌলিক উদ্দেশ্য ও ধর্মগুণ সম্বন্ধে জানে ও তা গ্রহণ করে; তাছাড়াও কাথলিক পক্ষ তার দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকার করে, এবং সে বিষয়ে অকাথলিক পক্ষকে অবগত করা হয়েছে, অর্থাৎ সে তার ধর্ম বিশ্বাস রক্ষা করবে ও কাথলিক মণ্ডলীতে তাদের সন্তানদের দীক্ষাস্নান ও শিক্ষা-গঠন দান করবে॥

ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড

সাধারণকালের ৩২শ রবিবার

১ম পাঠ : প্রজ্ঞা পুস্তক ৬:১২-১৬
২য় পাঠ : ১ থেসালোনিকীয় ৪:১৩-১৮

মঙ্গলসমাচার: মথি ২৫:১-১৩

ইতালীতে থাকাকালীন সময়ে প্রথমবারের মত একবার সুযোগ হয়েছিল পাল-পুরোহিতের সাথে ৩০ জনের একটি স্কাউট দলের সাথে সাক্ষাৎ করা। তাদের অধিকাংশই ছিল ধর্মপল্লীর স্কুলগামী বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা। তাদের সাথে সকাল হতে বিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। আমি তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম স্কাউট দলের মূলমন্ত্রই হলো “প্রস্তুত থাকা”। আর সত্যিই চমৎকার ছিল বিভিন্ন দলে দলে তাদের সংঘবদ্ধভাবে কোন কিছু করা। যখনই বাঁশি বেজে উঠত অর্থাৎ কোন কিছুর একটি ইঙ্গিত রয়েছে। যিনি পরিচালক তিনি তাদের দিনের কর্মসূচী বলে দিতেন এবং তারা প্রস্তুতি নিয়ে আনন্দের সাথেই তা করত। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোনপ্রকার অবহেলা বা অলসতা চোখে পড়েনি। দলগতভাবে যদি তাদের উপস্থাপনা ভাল হয় ভাল নম্বর পাবে, যদি খারাপ হয় নম্বর কমে যাবে, দল পিছনে পড়ে যাবে। তাই ‘প্রস্তুতির’ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ঘাটতি ছিল না। তাদের এই তৎপরতা, ‘সর্বদা প্রস্তুত’ হয়ে থাকা আমাকে অনেক স্পর্শ করেছে যা আমাদেরও প্রত্যেকের জীবনেই থাকা উচিত। যে যেমন প্রস্তুতি নিবে সে তেমন ফলই পাবে।

আমরা খ্রিস্টীয় উপাসনা বর্ষের প্রায় শেষ প্রান্তে আছি এবং বাণী পাঠগুলো বার বার ব্যক্তি জীবনের প্রস্তুতির কথা ব্যক্ত করে। আজকের রবিবাসরীয় তিনটি পাঠের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে জগতের অন্তিম কাল, আমাদের নিজস্ব সময়ের সমাপ্তি এবং এ জগত হতে অন্য জগতে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতিপূর্ণ একটি সতর্কবার্তা শুনতে পাই। আমাদের পথ দেখানো হয়, ঈশ্বরে একটি প্রাণবন্ত, গতিশীল বিশ্বাসের জন্য একটি অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ এবং ক্রমবর্ধমান হৃদয় অপরিহার্য। প্রশ্ন জাগে যে, আমরা প্রতিটি মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত কিনা এবং আমরা নিজেরা কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি!

১ম পাঠে প্রজ্ঞা পুস্তক গ্রন্থ আমাদের ঐশজ্ঞান অনুসন্ধানের আহ্বান জানায় যা জীবনের জন্য শাশ্বত। যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় ১০০ বছর আগে প্রজ্ঞা পুস্তকটি লেখা হয়েছিল এবং ‘প্রজ্ঞা’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থ বহন করে। প্রজ্ঞার কথা যখন বলি তা পুঁথিগত বিদ্যাকে বোঝায় না বরং আরো উর্ধ্বে অন্তরের গভীরতার কথা প্রকাশ করে যা ঈশ্বর হতে আসে। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রকৃত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। যিনি ঈশ্বরের ও অন্যের সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক তৈরী করেন। জীবনের উদ্দেশের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি চিন্তাভাবনা, কথা ও কাজকে গভীরভাবে দেখেন ও বিশ্লেষণ করেন। এখানে মূলত প্রজ্ঞাকে একটি নারী হিসেবে মূর্ত করা হয়েছে যার ঐশ্বরিক সত্ত্বা, যত্নশীলতা ও অনুসন্ধানের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি এটি ঈশ্বরের গুণের একটি আক্ষরিক অবয়ব। যারা সত্যকে ভালোবাসে তাদের দ্বারা প্রজ্ঞা সহজেই স্বীকৃত হয় এবং যারা প্রকৃত জ্ঞানের অন্বেষী তারা সহজেই তা অর্জন করেন।

২য় পাঠে সাধু পল থেসালোনিকীয় মণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রকৃতভাবেই মৃতেরা একদিন পুনরুত্থিত হবেন এবং খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন ঘটবে। বিশেষত বিশ্বের বিচারক হিসেবে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রশ্নে অনেক বেশি চিন্তিত ছিল। এই চিন্তা ছিল যে, খ্রিস্টের আগমনের মাধ্যমে তারা হয়ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের ভবিষ্যত কি! এক্ষেত্রে সাধু পল তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন কেমন হবে! তিনি বলেন যারা খ্রিস্টেতে দীক্ষিত, তাদের আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুদের মৃত্যুতে শোক করা উচিত নয় কারণ তারাও অন্তিমকালে পুনরুত্থিত হবে। তাদের জীবন পৌত্তলিকদের মত নয় যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। যারা শেষ অবধি খ্রিস্টেতে বিশ্বাস রাখে তাদের শরীরের পুনরুত্থান ঘটবে ও তাঁরই সাথে গৌরবান্বিত হবেন। অন্তিম বিচারের সময় পুরস্কার হিসেবে কেউ যাবে ডান পাশে ও কেউ যাবে বাম পাশে।

সাধু মথির মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই, যিশু সেই সময়কার বৈবাহিক রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে একটি রূপকের মাধ্যমে বুঝাতে চান যেন তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য আমরা যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকি। তিনি একটি গ্রামের বিয়ে বাড়ির পরিস্থিতি তুলে ধরেন। বিশেষভাবে দশজন কুমারী যারা বরের আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপক্ষো করছিলেন। দৃশত: দশজন কুমারীকে কনের সাথেই যেতে বলা হবে কারণ তারা বরের আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং বিয়ের অনুষ্ঠান সাধারণত কনের বাড়িতেই সম্পন্ন হত। বর সাধারণত তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সূর্যাস্তের সময় কনের বাড়িতে এসে হাজির হতেন। কনের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কনেকে বুঝে নিয়ে বর আবার আনন্দ উৎসবের সাথে শোভাযাত্রা করে বাড়িতে ফিরে আসত। দশ কুমারীর সমস্যা ছিল তারা জানে না বর কখন কনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হবেন। তাদের মধ্যে পাঁচ জন ছিলেন বুদ্ধিমতি আর পাঁচ জন ছিলেন নির্বোধ যাদের প্রদীপ জ্বালানোর মত যথেষ্ট তেল ছিল না। তাদের একটু অসতর্কতার জন্য বিশেষ এই সুযোগটি হাত ছাড়া হল এবং তারা বরের সঙ্গে বিয়ে বাড়ির ভোজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, এমনকি আনন্দ-উৎসব থেকে বঞ্চিত হন।

আজকের এই উপমা কাহিনীটির দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত, স্থানীয় অর্থাৎ নির্বোধ কুমারীরা যাদেরকে “ঈশ্বরের মনোনীত জাতির” লোকদের সাথে তুলনা করা হয়। যারা মশীহের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন কিন্তু অপ্রস্তুত হওয়ার কারণে ভোজ থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাদের জ্ঞান আছে তবে মূর্খ কারণ তারা খ্রিস্টের আদেশ পালন করতে বলেন, ধর্মীয় আইনপ্রণেতা, ঈশ্বরের বাণীর শ্রোতা তবে আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন অর্থাৎ নির্বোধ কুমারীরা জীবনের শেষ মুহূর্তেও প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল জীবনের অন্তিম প্রান্তে এসে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয় বরং একজনের দায়িত্ব প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করা যা একটি ভাল অভ্যাস স্বরূপ। কারণ শেষ বিচারের দিনে আমরা অন্যের উপর নির্ভর করতে পারি না, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা বা ধার করতে পারি না। কেউ কেউ অন্যের প্রার্থনা, অন্যের উপহার, অন্যের সহানুভূতি ও অন্যের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত। যা অবশ্যই আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা আমাদের নিজেদের জন্য জয় করতে হবে বা অর্জন করা প্রয়োজন যা অন্যের কাছ থেকে ঋণ করা যায় না। আমাদের হয়ত এই ভুল ধারণা থাকতে পারে, এই যুব বয়সে বেশি করে পাপ করব শেষ বয়সে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করব। কিন্তু আজকের উপমা কাহিনী আমাদের বুঝতে সাহায্য করে বর্তমান বা ভবিষ্যত প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য তেল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দ্রব্য। তেল ছাড়া প্রদীপ আলো দিতে পারে না অর্থাৎ আমাদের জীবন প্রদীপ জ্বালানোর জন্য পর্যাপ্ত তেল প্রয়োজন। ঐশতত্ত্ববিদগণ বিভিন্নভাবে এই “তেলকে” প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন।

১) ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তির সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে যিনি সকল শক্তির উৎস ও অনুপ্রেরণা। এর অর্থ এই নয় এক মুহূর্তেই আমরা তা অর্জন করতে পারি বা কারো কাছ থেকে

তা ধার করতে পারি যেভাবে নির্বোধ কুমারীরা তা করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ এক প্রকার রহস্য যা স্বয়ং তাঁর কাছ থেকেই সরাসরি ব্যক্তির জীবনে বর্ষিত হয়।

২) পবিত্র আত্মার সাথে তুলনা করা হয় যিনি আমাদের সকল আশা, আকাঙ্খা, প্রত্যাশা পূরণ করতে ও তা পরিপূর্ণতা দান করতে প্রচুর শক্তি দান করেন।

৩) মানব চরিত্র ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সাথে তুলনা করা হয় যা কখনো ধার করা যায় না অথবা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। কিন্তু আমরাও অনেকবার সেই নির্বোধ কুমারীর মত আচরণ করি অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে কিছু অলৌকিক কাজ করে দেখাতে চাই যা হয়ত কোন কাজে আসে না। কোন প্রকার অজুহাতও আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে না যেভাবে নির্বোধ কুমারীরা বলেছিল, "কেউ তো আমাদেরকে তা বলেনি"।

৪) আধ্যাত্মিক গুণাবলী যা আমরা উত্তম কাজের মধ্যদিয়ে অর্জন করি। এর শক্তিতে আমরা অভাবী ভাইবোনদের সেবা করি ও ন্যায্যতার পথে চলি।

৫) অন্যের সাথে পুনর্মিলনের অনুপ্রেরণা পাই। একে-অন্যের সাথে জীবন সহভাগিতার মাধ্যমে আশীর্বাদের পাত্র হই।

৬) বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার গুণের সমন্বয়ে শিষ্যত্বের আহ্বান যিনি শেষ সময় পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরেন, কষ্ট স্বীকার করেন, অপেক্ষা করেন, জেগে থাকেন ও আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

আমরা বুঝতে পারি, এই উপমা কাহিনীর মধ্য দিয়ে যিশু তাঁর অনুসারীদের সর্বোচ্চ সতর্কতা ও জেগে থাকার আহ্বান করেন। এখানে দেখানো হয় তাঁর কিছু অনুসারীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে নির্বাচিত তবে তাদের অসতর্কতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চিরন্তন স্বর্গরাজ্যে স্থান হারাবেন। স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে যিশু বিবাহের যে চিত্র দিয়েছেন তা তাঁর শ্রোতারা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মধ্যদিয়ে তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে গৌরবান্বিত হয়ে আসবেন। সেদিন তাঁর রাজত্ব সম্পূর্ণ হবে এবং স্বর্গেও চিরন্তন বিজয়ী রাজ্যের সূচনা হবে। তাই সাধু মথি বিশেষভাবে বিশ্বাসী মণ্ডলী অর্থাৎ আমাদেরকে আহ্বান করছেন প্রভুর আগমন হয়ত বিলম্বিত হতে পারে। এক্ষেত্রে জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে যথেষ্ট তেল সরবরাহ করে প্রস্তুত হওয়া উচিত। আমরাও যেন বুদ্ধিমতি কুমারীদের মত হতে পারি যারা শুধু অপেক্ষাই করেন না বরং বিয়ের উৎসবের প্রকৃত আনন্দের সহভাগী হয়ে ওঠেন। তারা যেন আমাদের জীবনে আশার আলো স্বরূপ।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাসের জীবনকে জাগ্রত ও আশান্বিত করে, পথ দেখায়, চিনতে শেখায়। কিন্তু যারা প্রভুর অনুগ্রহকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করেছে, ভাল সুযোগগুলোকে নষ্ট করেছে এই ঘোষণা হয়ত তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিবে। আমরা মনে করতে পারি যে, বুদ্ধিমতি কুমারীরা নির্বোধ কুমারীদের তেল দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছে, তারা নিশ্চয়ই অনেক স্বার্থপর। প্রকৃতপক্ষে নির্বোধেরা নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চেয়েছেন, ঈশ্বরকে সুযোগ দিতে চাননি। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই তাঁর অসীম ভালোবাসার জন্য যিনি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা খ্রিস্টের দেহরূপ মাতা মণ্ডলীকে ধন্যবাদ দিতে চাই যেখানে বিশ্বাসী তীর্থযাত্রী হিসেবে আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রায় আধ্যাত্মিক সমর্থন পেতে পারি। আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি প্রতিনিয়ত আমাদের মানবিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করেন এবং আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা দান করেন যেন জগতের কাছে আলো হয়ে উঠতে পারি। যিশুর চূড়ান্ত উপদেশ আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট, প্রস্তুত থাকা ও জেগে থাকা কারণ আমরা জানি না সেই দিন বা ক্ষন কখন এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে॥ ✠

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা

MOHAMMADPUR CHRISTIAN BAHUMUKHI SAMABAY SAMITY LTD, DHAKA

স্থাপিতঃ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, রেজিঃ নং- ৪০৭, তাং-১৯/১০/১৯৯৮ খ্রীঃ, সংশোধনী রেজিঃ নং- ০৬, তাং- ০৭/০২/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

99 Sher-sha suri Road
Mohammadpur, Dhaka-1207
Mob: 01953204490, 01953204360

৯৯ শের-শাহ শুরী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাঃ ০১৯৫৩২০৪৪৯০, ০১৯৫৩২০৪৩৬০

সূত্র নং: এমসিবিএসএসলি/সেক্রেটারী/২০২৩/১১/০১

তাং- ০৬/১১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা-এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা- এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০টায় ফাদার পিনোস সেন্টার (সেন্ট তেরেজা স্কুল প্রাঙ্গণ), ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকায় অত্র সমিতির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র আইডি কার্ড/ ছবিযুক্ত পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্য সদস্যাদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো জানাচ্ছি।

সকাল ৮টা হতে ১০টার মধ্যে যে সকল সদস্য সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে কোরামপূর্তি হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে খাদ্য কুপন সংগ্রহ করবেন তাদের একটি করে বিশেষ উপহার দেওয়া হবে। সকাল ১০টার পর থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শুধু খাদ্য কুপন দেওয়া হবে।

সমিতির ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায়। জুবিলী অনুষ্ঠান সকল খ্রিস্টভক্তদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

Swapan

স্বপন এক্কা
সেক্রেটারী
মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা

অনুলিপি:
১। চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/ট্রেজারার, মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা
২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা
৩। মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৪। মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ধর্মপল্লীর নোটিশ বোর্ড

বিজ্ঞ/৩৫০/২৩

হিন্দু সম্প্রদায়ের দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে ভাটিকান আন্তঃধর্মীয় ডিকাস্টেরী থেকে প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণী

মূলসুর: খ্রিস্টান ও হিন্দু : সত্য, ন্যায্যতা, প্রেমময়তা ও স্বাধীনতায় শান্তি স্থাপন

সুপ্রিয় সনাতন ধর্মাবলম্বী বন্ধুগণ,

এই বছর ১২ নভেম্বর রবিবার বিশ্বজুড়ে আপনারা শুভ **'দীপাবলি'** পর্বোৎসব পালন করছেন । এই উৎসব উপলক্ষে ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ডিকাস্টেরী বা দপ্তর আপনাদের সবাইকে জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সেই সর্বমহান দিব্য জ্যোতি পরমেশ্বর আপনাদের হৃদয়-মন আলোকিত করুন; আপনাদের পরিবার ও প্রতিবেশি সবাইকে আশীষধন্য করুন এবং সুখানন্দে আপনাদের জীবন ভরে তুলুন।

এই বছরে আমরা সাধু পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের সার্বজনীন পত্র **'পৃথিবীতে শান্তি'** (*Pacem in Terris*) এর ষোড়শ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। পত্রটির পটভূমি হিসাবে বলা যায় যে, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে গোটা বিশ্ব যখন ছিল গভীর যন্ত্রণায় কাতর এবং পরমাণু যুদ্ধের খুবই নিকটবর্তী, ঠিক তখনই সেই দলিলটি প্রকাশ করেছিল সময়পোযোগী, প্রবল আবেগে অভিভূত ও অতি প্রয়োজন মোতাবেক এক আবেদন। আবেদনটি ছিল পৃথিবীর সকল নেতৃবৃন্দ ও জনগণের প্রতি : তারা যেন শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে একত্রে কাজ করে; এবং তাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল যে, সংলাপ ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের মানসিকতায় সমস্যাগুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করে। পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, যিনি এখন একজন সাধু হিসাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত, একজন প্রবক্তার মতোই উল্লেখ করেছিলেন যে, "শান্তি, সে-তো শুধুই একটি মুখের বুলি যদি না এই শান্তি ----- একটি নিয়মের ছাচে না থাকে; আর এই নিয়ম সত্যে সংস্থাপিত, ন্যায্যতার উপর গঠিত, সেবা দ্বারা পুষ্টিত ও/সঞ্জীবিত এবং স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে ঈপ্সিত ফল এনে দেয়।" (*অনুচ্ছেদ ১৬৭*)। যে মহতি এক দর্শন এই সর্বজনীন পত্রটি শান্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তাব রেখেছিল, তাতে প্রবুদ্ধ হয়ে, আমরা, এই দীপাবলী উপলক্ষে সত্য, ন্যায্যতা, প্রেমময়তা ও স্বাধীনতায় শান্তি স্থাপন বিষয়টির উপর কিছু অনুধ্যান আপনাদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই।

'পৃথিবীতে শান্তি' (*Pacem in Terris*) এর শিক্ষাবাণী ছয় শতাব্দী ধরে বিভিন্ন মাত্রায়, জাগিয়ে তুলেছে বিশ্বব্যপী জনগণের মধ্যে যে এক তীব্রতর চেতনা, তা হল, ব্যক্তি মানুষজনের অতীন্দ্রিয় মর্যাদা রক্ষা করা, তাদের বৈধ অধিকারসমূহ রক্ষা করা এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মনোভাব নিয়ে সবার অংশগ্রহণে সাধারণ মঙ্গলের জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা। পত্রটির ফলে জেগে উঠেছিল বিভিন্ন আন্দোলন; এগুলো সংলাপ ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মানবাধিকারসমূহ রক্ষা ও প্রতিরক্ষা এবং শান্তি স্থাপন করার কাজে ছিল নিবেদিত। তৎসত্ত্বেও পত্রটির শান্তির এই প্রাবক্তিক বাণীর পূর্ণ বাস্তবায়ন এক সুদূরপ্রসারী স্বপ্নই রয়ে গেল, যে-স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে একমাত্র প্রত্যেক ধর্মীয় ঐতিহ্যের নারী ও পুরুষ এবং সমাজের সকল শাখার মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতাসম্পন্ন প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে। আর শান্তি স্থাপনের অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টাসমূহকে চলমান রাখতেই হবে ।

শান্তি পোষণ করার লক্ষ্যে এবং সর্বজনীন সাধারণ কল্যাণ সাধনার এই উদ্যোগসমূহের ফলে যেন নৈরাশ্যবাদ, নিরুৎসাহ এবং পরিহার এমন-সব জন্ম না দেয়। তবে এমন-সব নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোবৃত্তি তৎপর হতে পারে মানব মর্যাদার জন্য ঘৃন্য উদাহরণ, নাগরিকদের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারসমূহ, ধর্মীয় অধিকারসমূহ অস্বীকার বা সংকোচন ; অসহিষ্ণুতা ও হিংসা, অন্যায্যতা ও বৈষম্য, উৎপীড়ন, আক্রমণ বিশেষভাবে তাদের প্রতি যারা গোষ্ঠীগত, কৃষ্টিগতভাবে ভিন্ন; ভিন্ন অর্থনৈতিকভাবে, ভাষাগতভাবে, ধর্মগতভাবে, অথবা তাদেরই বিরুদ্ধে যারা সমাজের অধিকতর হতদরিদ্র।

যেমনটি ছিল ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে, আজও পৃথিবীতে নৈরাশ্য, হতাশা, নিরাশা বিদ্যমান; তথাপি সাধু পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, একজন গভীর আশাবাদী মানুষ হিসেবে, দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যদি তা সত্য, ন্যায্যতা, ভালোবাসা ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মৃতির পাতায় নিয়ে আসি সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পলকে, যিনি বলেছিলেন যে, সত্য, ন্যায্যতা, ভালোবাসা ও স্বাধীনতা, এগুলো হলো,"শান্তি স্থাপনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত" এবং মৌলিক "ভিত্তি-স্তম্ভ" (cf. Message for the celebration of the 2003 World Day of Peace – Pacem in Terris: A Permanent Commitment Nos. 3-4)। বিশ্বাসী হিসাবে এক অটল ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শান্তির জন্য আমাদের উচ্চাভিলাষ প্রকাশ করা প্রয়োজন যা সেই স্তম্ভগুলোর প্রতি এক অকম্পিত বিশ্বস্ততার উপর সংস্থাপিত।

আমাদের শক্তি-সামর্থে প্রত্যেকটি মাধ্যম বা উপায় ব্যবহার দ্বারা একটি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টাসমূহে আমাদের প্রয়োজন শান্তির এই স্তম্ভগুলোকে শক্তিশালী করা। এই কারণেই, প্রবীণ ও পিতামাতাদের উদাহরণ দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে পরিবার, সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মিডিয়া এমন ভূমিকা পালন করবে, যা শান্তির জন্য সবার অন্তরে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে এবং এমন মূল্যবোধ শিক্ষা দিবে যা প্রতিটি যুগের পুরুষ ও নারীর মধ্যেই শান্তি গড়ে তোলে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসী ভাইবোনদের সাথে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সামাজিক বন্ধুত্ব স্থাপন করার বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়; আর প্রকৃতপক্ষেই এ'টি হয়ে উঠেছে "পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের অবদান রাখার প্রয়োজনীয় শর্ত" (Pope Francis, Address to the Delegation of the 'Emouna Fraternite' Alumni' Association, 23 June 2018)। অতএব ধর্মসমূহ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হবে, তাদের অনুসারীদের এমন মানুষই হওয়ার উৎসাহ দেওয়া যাদের জীবনটাই হবে সত্য, ন্যায্যতা, ভালোবাসা ও স্বাধীনতা দিয়ে গঠিত, পরিচালিত।

আপন আপন ধর্মের বিশ্বাসী ও ধর্মীয় নেতা হিসাবে, উন্মুক্ত প্রত্যয়সমূহ এবং মানবসমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক দায়িত্ব পালনের চেতনা নিয়ে আমরা খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের সকলেই যেন শান্তির কারিগর হয়ে উঠি; অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে এবং শুভাকাঙ্খি সকল মানুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে, আসুন, আমাদের এই পৃথিবীকে সত্য, ন্যায্যতা, ভালোবাসা ও স্বাধীনতা এই অটুট ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে আমরা একত্রে কাজ করি; যেন প্রত্যেকজনই খাঁটি ও স্থায়ী শান্তি উপভোগ করতে পারে।

সবাইকে জানাই শুভ দীপাপবলী উৎসবের শুভেচ্ছা

কার্ডিনাল মিগুয়েল এঞ্জেল আইয়ুসো
প্রেসিডেন্ট

মন্সিনিয়র ইন্দোনিলকোডিথুয়াক্কু ক্যকানামলেজ
সেক্রেটারী

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় ডিকাস্টারি

ভাষান্তর : ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব দীপাবলী উপলক্ষে খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক এপিসকপাল কমিশনের শুভেচ্ছা বাণী

প্রিয় হিন্দু ভাই ও বোনেরা,

হাজার হাজার বছর ধরে আপনারা আপনাদের বিশ্বাসের ধারায় শ্যামাপূজা বা কালীপূজা পালন করে আসছেন অন্ধকারসম অসূর নির্মূল ক'রে ঐশ জ্যোতির প্রভায় জীবন গঠন এই মূল বাণী নিয়ে। আর তাই এই উৎসবের নাম ধারণ করা হয়েছে দীপাবলী। এই বছর দীপাবলী উৎসব পালিত হচ্ছে ১২ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ; ২৭ কার্তিক ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে এই পর্বে প্রতিটি গৃহে প্রজ্জ্বলিত হয় মাটির প্রদীপ; আলোকে আলোকিত হয় গৃহের প্রতিটি অঙ্গণ; নারী-পুরুষ সবাই প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতে নিয়ে শক্তির দেবী শ্যামার নিকট প্রার্থনা জানায় মন্দের সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে, মন্দকে দমন করে আলোকিত মানুষ হয়ে উঠার জন্য।

হিন্দু ও খ্রিস্টান এই আলোর উৎসবে শুধু ঔপাসনিক দিক দিয়ে নয়, পবিত্র শাস্ত্র ভিত্তিকও একত্রে সাম্যের দৃষ্টান্ত হতে পারে। প্রথমে বলতে পারি যিশু নিজেই বলেছেন, “আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাতে আসে, সে কোনমতে আঁধারে চলবেনা, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাবে।” পবিত্র বাইবেলের সৃষ্টির কাহিনীতেও পাই, ঈশ্বর বললেন, “আলো হউক।” আর আলোতে ভরে গেল গোটা পৃথিবী। ঔপাসনিক আমেজে বলতে পারি যে, ইস্টার সানডে'র পূর্বদিন নিস্তার জাগরণী পুণ্য শনিবারে যিশুই যে পুণ্য জ্যোতি, তার প্রতীক হিসাবে বৃহৎ মোমবাতি জ্বালানো হয়। চিরকুমার ধর্মযাজক খ্রিস্টজ্যোতি সেই বড় মোমবাতি উচু করে তুলে ধরেন এবং তার সাথে সবাই জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে মহান আলো যিশুর সাথে উপাসনালয়ে শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করে এই গান গেয়ে: “প্রদীপ হাতে নিয়ে চলো, প্রভুর মহিমাগান বল; হাতে হাতে মিলিয়ে, হিংসা-দ্বেষ ভুলে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলো।”

বর্তমান পৃথিবী একদিকে যেমন প্রগতির আলো ঝলমল করছে বিভিন্ন পরিসরে, আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠছে পৃথিবীর বহু স্থানেই; আর বোধ করি, বাংলাদেশও এর অন্তর্ভূক্ত। যুদ্ধ, হানাহানী, হিংসা-বিদ্বেষ, মানব-নিধন, আগ্নেয়াস্ত্রের ঝন্ঝনানী, অশুভ কূটনীতি-রাজনীতি এগুলো যেন বর্তমানের অন্ধকারাচ্ছন্ন অসূর, যে-অসূর সাধারণ মানুষের জীবনকে করছে দুর্বিসহ।

অন্তত এই দীপাবলী পর্বে আমরা শুধু হিন্দু-খ্রিস্টানই নই সকল ধর্মাবলম্বী আমরা সবাই এই বর্তমান সময়ে প্রার্থনা করতে পারি সেই দিব্য জ্যোতি ভগবান ঈশ্বরের কাছে, ভগবান যিশুর কাছে এবং আপনারা শ্যামা দেবীর কাছে যেন ঐশ শক্তির ক্ষমতাগুণে মানুষ অন্ধকারের সকল অপকর্ম পরিত্যাগ ক'রে আলোকিত মানুষ হয়ে তার জীবনচরিত হয়ে উঠে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। আর এই প্রসঙ্গে ধ্যানী রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনার সাথে একাত্ম হয়ে আমাদের হৃদয়-প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের সবার প্রার্থনা হোক: “আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে, এজীবন পুণ্য করো, পুণ্য করো দহনদানে।”

শুভ দীপাবলী উৎসব আপনাদের ও আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে আলোকিত করুক। এই উৎসব উপলক্ষে খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় এপিসকপাল কমিশন এবং বাংলাদেশের সকল আর্চবিশপ ও বিশপ দীপাবলী উপলক্ষে উৎসবের আলোকময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ঈশ্বর ভগবান আপনাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
প্রেসিডেন্ট

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী

পারলৌকিক জীবন : বিচার হবে কি প্রকারে, কোথায় রবে সর্বক্ষণ

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

আলোচ্য নিবন্ধে মৃত্যু, আত্মা, স্বর্গ ও শেষবিচার বিষয়ে পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার আলোকে ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান তুলে ধরার প্রয়াস রেখেছি। খ্রিস্ট ধর্ম পরকালের রহস্য ও তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। প্রেরিতশিষ্যদের শ্রদ্ধামন্ত্রে আমরা বিশ্বাস ঘোষণা করি এইভাবে : "আমি ... শরীরের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি"। শুচ্যগ্নির আত্মাগণ পৃথিবীর বিশ্বাসীভক্তগণের প্রার্থনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যাতে তাদের শুচ্যগ্নিতে অবস্থানের সময় কমে যায়। ঈশ্বরপুত্র যিশু অন্তিম বিচার করবেন ভ্রাতৃপ্রেমেরই মানদণ্ডে। নিজেরা আত্ম-পরীক্ষা করি, আমরা কীভাবে এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করছি? ধার্মিক জীবন যাপন করি না অ-ধার্মিক জীবন যাপন করি, সৎ পথে চলি না অসৎ পথে চলি, আলোর পথে চলি না অন্ধকারের পথ অবলম্বন করি?

মৃত্যু, স্বর্গ ও শেষবিচার সম্পর্কে বাইবেলীয় উদ্ধৃতি

মৃতদের কল্যাণে পাপার্থে বলিদান বিষয়ে বাইবেলে পুরাতন নিয়মে উল্লেখ রয়েছে। "মৃতেরা যেন পাপমোচন লাভ করে, এই উদ্দেশে ইহুদীনেতা যুদা মাকাবীয় যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের এমন ব্যবস্থা করলেন, যেন মৃতদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বলি উৎসর্গ করা হয়" *(২য় মাকাবীয় গ্রন্থে ১২: ৪৫)*। "এমন এক সময় আসছে, যখন সমাধিতে যারা রয়েছে, তারা সকলেই মানব পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে; আর তখন তারা সমাধি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। যারা ভাল কাজ করেছে, এইভাবে পুনরুত্থিত হয়ে তারা পাবে মহাজীবন; যারা মন্দ কাজ করেছে, এইভাবে ..তারা বিচারে দণ্ডিত হবে" *(যোহন ৫: ২৮-২৯)*। "আমরা বাঁচি বা মরি, আমরা প্রভুরই। আমাদের প্রত্যেককেই একদিন নিজের সম্বন্ধে পরমেশ্বরের কাছে হিসাব দিতেই হবে" *(রোমীয় ১৪: ৮, ১২)*। প্রভুর চরণাশ্রয়ে মারা যায় যারা, ধন্য সেই সব মৃতজন, এখন থেকেই ধন্য তারা" *(প্রত্যাদেশ ১৪:১৩)*। "এসো, তোমরা আমার, পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে- রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদের বলে গ্রহণ কর। আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ"। *(মথি ২৫: ৩৪,৪০)*। "আমরা কিন্তু স্বর্গরাজ্যেরই নাগরিক; আমাদের পরিত্রাতা, প্রভু যিশু খ্রিস্ট সেখান থেকেই আসবেন একদিন, সেই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা" *(দ্র: ফিলিপীয় ৩:২০)*। "আমাদের তো এই পৃথিবীতে স্থায়ী বলতে কোন নগরী নেই; বরং আমরা তো ভবিষ্যতের সেই নগরীটির সন্ধানেই রয়েছি" *(হিব্রু ১৩:১৪)*। পারলৌকিক প্রত্যাশা বিহীন জীবন অর্থহীন। "সারা জগৎকে পেয়ে কেউ যদি তার ফলে নিজেরই সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলে, তাতে তা কীই বা লাভ হতে পারে" *(দ্র: মথি ১৬:২৬)*। "যেদিন প্রভু যিশু তাঁর শক্তিবাহী যত দেবদূতকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ থেকে এসে এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবির্ভূত হবেন। যারা এখন পরমেশ্বরকে মানছে না, আমাদের প্রভু যিশুর মঙ্গলসমাচারের ডাকে যারা সাড়া দিচ্ছেন না, সেদিন তিনি তাদের সকলকে যোগ্য শাস্তি দেবেন" *(২ থেসালোনিকীয় ১:৭-৮)*। "মনে আমরা গভীর ভরসাই রাখি আর এই দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বাস করাই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি" *(২ করি ৫:৮)*। এই পৃথিবীতে আমরা কেউ চিরস্থায়ী থাকব না। মানব জীবনের আয়ুর বিষয়ে সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে "আমাদের আয়ুষ্কাল, সে তো মোটে সত্তর বছর- কিংবা হয় তো আশী, শরীরটা যদি শক্ত হয়! *(সাম ৯০:১০)*।

মৃত্যু বিচ্ছেদ নয় - মৃত্যু মহামিলন

আমাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুবরণ করে আমরা মরণ বিজয়ী মুক্তিদাতা যিশুর সাথে মিলিত হব, যিনি তাঁর গৌরবান্বিত দেহে স্বর্গে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট; আমরা মিলিত হব ধন্যা জননী কুমারী মারীয়ার সাথে যিনি স্বর্গের রাণী। আমরা মিলিত হবো অগণিত সাধু পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে যারা তাঁদের জীবনাদর্শ দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন। আমরা মিলিত হবো আমাদের প্রতিপালক-প্রতিপালিকা সাধু সাধ্বীদের সঙ্গে যারা সব সময়ই আমাদের বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখেছেন, আমাদের জন্য অনুনয় করেছেন। আমরা দেখতে পাবো স্বর্গের দূতবাহিনীকে।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১০১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "আমরা এখন যে দেহ ধারণ করে আছি সেই দেহের প্রকৃত পুনরুত্থানে আমরা বিশ্বাসী। আমরা নশ্বর দেহ কবরে পুতে দেই কিন্তু অবিনশ্বর দেহে বা আধ্যাত্মিক দেহে পুনরুত্থান করি"।

পারলৌকিক যাত্রা ও আত্মা ভাবনা

সবাই আমরা পরপারের বাসিন্দা। আমাদের মন সর্বদা দুগ্ধ মধু প্রবাহিত সেই স্বর্গীয় সিয়ন নগরীতে যাওয়ার প্রত্যাশায় থাকে। মৃত্যু পরকালের জন্য শিখা জ্বালায়। খ্রিস্টযাগে মৃতলোকের প্রার্থনায় সুন্দরভাবে পারলৌকিক জীবনকে প্রকাশ করা হয় "সেই খ্রিস্টের মধ্যেই আনন্দময় পুনরুত্থানের আশার আলোক আমাদের সামনে উদ্দীপিত হয়েছে; ফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তায় যারা বিষন্ন, আসন্ন অমর জীবনের প্রতিশ্রুতি তাদের সান্ত্বনা দান করে। সে প্রভু, তোমার বিশ্বাসীভক্তের জীবন বিনাশ হয় না: মৃত্যুতে তা রূপান্তরিত হয় মাত্র এবং এ পার্থিব প্রবাস গৃহ ভঙ্গ হয়ে, স্বর্গ-ধামে এক চিরস্থায়ী নিবাস প্রস্তুত হয় তাদের জন্য"।

বাউল সঙ্গীতের উদ্ধৃতি: "আত্মা অমর ধন মোর দেহ আবরণ, পরম আত্মা রক্ষীবারে দেহের প্রয়োজন"। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় বিবৃত হয়েছে "এনেছিলে সাথে করে, মৃতহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি, করে গেলে দান"।

আমরা বিভিন্ন দিবস পালন করি – জন্ম দিন, ভালবাসা দিবস, মা ও বাবা দিবস, শিক্ষক দিবস,স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস, কৃষক ও নারী দিবস। আমরা কী একটু চিন্তা করি মৃত্যু দিবস ও বিচার দিবস। (Have you ever thought of DEATH DAY and JUDGMENT DAY? Is it going to be a condemnation for you?)

পারমার্থিক চেতনায় উন্নীত হই

পরিতাপের বিষয় আমাদের আত্মিক জীবনের প্রতি উদাসীনতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যেন প্রবল হয়ে উঠছে। নৈতিকতার সংকট গভীর হচ্ছে। পার্থিব বিষয়ের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ ও ভোগবাদী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবেকবোধ জাগ্রত হচ্ছে না। ন্যায্যতা আজ পদদলিত। স্বজনপ্রীতির জয় জয়কার। আত্মার চেয়ে দেহের প্রয়োজনই এখন বড় বেশী

অনুভূত হচ্ছে। আমরা ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর ভক্তি জলাঞ্জলি দিচ্ছি। প্রতিশোধ নেওয়া যেন নিত্য দিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিহিংসা, ধ্বংসযজ্ঞ ও জীবন বিনাশের বাস্তবতা খুবই প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। পরলোককে দূরে ঠেলে দিয়ে জাগতিক বস্তুসমূহ নিয়ে বেশি মগ্ন। পরলোকের কথা ভাববার সময় ও মনমানসিকতা থাকে না। মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা: কি তার শেষ পরিণতি? কিসে তার চরম সার্থকতা? কি তার সব চাওয়া ও পাওয়া। কত সময় এক কথা আমরা ভুলে যাই। আমাদের অন্তরে প্রত্যয় জাগ্রত হোক। আমরা ছুঁড়ে ফেলার, দেয়ার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ/লড়াই করি। আসুন আমরা পারলৌকিক চেতনায় উদ্দীপিত হই। বিদূরিত হোক সব ধরনের অশুভ শক্তির অপছায়া।

উপসংহার

যা নিয়ে অমর হব না তা নিয়ে করবো কী! এই সত্যটি আমাদের জীবনে কতটুকু সম্পৃক্ত? "যারা মহিমা, সম্মান ও অমরত্ব লাভের আশায় একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই এখন সৎকর্ম সাধন করে চলেছে, তিনি সেদিন তাদের দেবেন শাশ্বত জীবন" (*রোমীয় ২:৭*)। আমরা নভেম্বর মাসে বেশি করে পরকাল তত্ত্ব - মৃত্যু, শেষবিচার, স্বর্গ, নরক ও শুচ্যগ্নিস্থান বিষয়ে অনুধ্যান করি। আমরা সবাই অনন্ত জীবন পথের যাত্রী। আসুন অনন্ত জীবন বিষয়ে গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখি ও আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠি। দৃঢ়কণ্ঠে যেন বলতে পারি: এই দিন দিন নয়, আরো দিন আছে, এই দিনেরও নিতে হবে সেই দিনেরও কাছে। মৃত লোকেরা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এই পৃথিবী আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নয়। গানের কথা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করুক : "আমার আত্মা, কর স্মরণ, কবে হবে হে মরণ। বিচার হবে কি প্রকারে, কোথায় রবে সর্বক্ষণ। আমি যদি স্বার্গে যাই, চিরকাল সুখে রই, নরকেতে নিস্তার নাই, দুঃখ তথা সর্বক্ষণ সময় আছে জীবনকালে, নাহি উপায় মরণ হলে"।

প্রার্থনা

হে প্রভু,আমাদের পরলোকগত ধর্মভ্রাতা/ধর্মভগিনী ... কে তোমার করুণায় তুমি ঠাঁই দাও সেই স্বর্গধামে, সেই চিরজ্যোতির রাজ্যে। সকল পাপের মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে অমরলোকে তিনি যেন তোমার শ্রীমুখ দর্শন করে তোমার মহিমা রাজ্যে নিত্য আনন্দে চির জীবিত হয়ে থাকতে পারেন। তাঁকে ক'রে তোল তোমার সাধুসন্তদের আনন্দ-সঙ্গী। আমেন। ৯

আসবেই ফিরে

তৃণা ক্রুশ

অপেক্ষায় ছিলাম সেদিন
তোমার আগমনের
বুকে বড় আশা আর ভালোবাসা নিয়ে
আসলে না তুমি আমার হৃদয় দুয়ারে।

বাগানের যত গোলাপ দু'হাতে সাজিয়ে
মনের যত কবিতা আর গানের ঢালিতে
অপেক্ষার প্রহর পার হলো চোখের জলে।

চাই না বন্ধু কিছু আর তোমার কাছে
হাসি মুখে থেকো জীবনের প্রতিক্ষণে
ব্যথা ভরা অন্তরে দেখবো সবার
অন্তরালে।

জানি আসবেই তুমি, আসবেই
ফিরে একদিন।
আমার মরণের আগে কিংবা
পরে কোনদিন
হয়তো আমায় নয়,
পাবে স্মৃতিগুলো সেদিন॥

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

মরণ সে তো শেষ নয়,
ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়।

প্রয়াত মার্গারেট কস্তা

জন্ম : ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

"মা" তোমার বিদায়ের চারটি বছর হতে চললো, অথচ এখনো মনে হয় তুমি তোমার ঘরেই আছো! তোমার ঘরের সবকিছুই যেভাবে গুছিয়ে রেখেছিলে, সেভাবেই আছে 'মা'। তোমার স্মৃতিগুলো ঘরের চারপাশে বিরাজমান রয়ে আছে, শুধু তুমি নেই! তোমার মতো তোমার প্রিয় সন্তান সুবীর ও আজ আট মাস হতে চললো আমাদের ছেড়ে যিশুর ডাকে যিশুর নিকট চলে গিয়েছে। আমাদের বাড়ি এখন একদম নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কখন আমাদের ডাক আসবে, তা আমরা জানি না, কিন্তু যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো, তোমরা সকলেই আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।

হে পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তোমার একনিষ্ঠ সেবিকা মার্গারেট কস্তার সকল অপরাধ, পাপ ক্ষমা দান কর এবং তার আত্মাকে তোমার স্বর্গরাজ্যে স্থান দাও। আমেন।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান।

বিজ্ঞ/৩৪৫/২৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ

পদ: হিসাবরক্ষক

যোগ্যতা: প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মান/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে এবং শিক্ষাস্তরের সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম **২য় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান** থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: যে কোন প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করার ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, কলেজের নিজস্ব বিধি ও বেতন স্কেল অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধুমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হবে। আগামী ১৯/১১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জীবন বৃত্তান্তসহ আবেদনপত্র নিম্নের ঠিকানায় সরাসরি, কুরিয়ার বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।

অধ্যক্ষ
নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ
পি.ও বক্স-৩৬, বাড়েরা, ময়মনসিংহ-২২০০
ফোন: ০১৮১৪৬৩৩১১১, ০১৯৮৭০০৯১০০

বিজ্ঞ/৩৪৬/২৩

আর্চবিশপ মাইকেল এম রোজারিওকে সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হোক

ড. ফাদার মিন্টু এল পালমা

আমার আগের লেখার প্রথম কয়েকটা লাইন দিয়ে শুরু করি যেখানে উল্লেখ করেছিলাম “যিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ও নির্ভীক কাণ্ডারী, যিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, যিনি ছিলেন উদার ও জ্ঞানাধার, যিনি ছিলেন জ্ঞানী ও ধ্যানী-ধীমান, যিনি ছিলেন সাধক ও আদর্শ পালক, যিনি ছিলেন ত্যাগী ও কষ্টভোগী, যিনি ছিলেন বিনয়ী ও রাশভারী, যিনি ছিলেন অনাড়ম্বর ও অকপট, যিনি ছিলেন ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ, যিনি ছিলেন কঠিন পাহাড়ে শীতল ঝর্ণা, যিনি ছিলেন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধ, যিনি ছিলেন দরদী ও সংবেদনশীল - সেই বুদ্ধিদীপ্ত প্রজ্ঞায়পূর্ণ ও বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির কথাই বলছি- আর তিনি হলেন প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল এম রোজারিও। ঢাকার আর্চবিশপ হিসাবে যিনি ছিলেন সেই ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছরে সারা বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের উপর দৃঢ় ও বলিষ্ট এক ছাতা। সবাই তার স্নেহছায়ায় ছিলেন নিরাপদ। প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও-র কথামত ‘বাইরের দিকটা ঝুনা নারিকেলের মত কঠিন মনে হলেও আসলে আর্চবিশপ মাইকেল-এর ভিতরটা ছিল নারিকেলের ভিতরের সেই জলের মত শীতল’।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তখনকার পৃথিবী বিখ্যাত কিউবার সমাজবাদী নেতা ফিদেল কাস্ট্রোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন ফিদেল কাস্ট্রো মুজিবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ‘আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু আমি মুজিবকে দেখেছি’। আমি সেই কথাটাই এখানে খুব সাহস ও গর্বের সাথেই বলছি, ‘আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আর্চবিশপ মাইকেলকে দেখেছি’। যদিও এই প্রজন্মের কাছে তিনি পরিচিত নন কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিশেষ করে এখনো অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী রয়েছেন তারা এই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর্চবিশপ মাইকেলকে দেখেছেন, তার কথা শুনেছেন। তাদের স্মৃতিতে তাকে লালন করে যাচ্ছেন একজন দক্ষ, যোগ্য এবং আদর্শ এক নমস্য পালক হিসাবে। যারাই তার সংস্পর্শে এসেছে তারা কখনো তার কথা ভুলতে পারেনি। সবার কাছেই তিনি মহান, তিনি নমস্য, তিনি সবার মনে এক সন্তজন।

অনেক বছর ধরে তার সাথে মণ্ডলীর সেবাকাজে নিয়োজিত থাকার পর একজন যাজক একবার বলেছিলেন ‘মনে হয় আর্চবিশপ মাইকেল কখনো মরবেন না’। সেই যাজকের কথা ধরেই এই প্রশ্নটা জাগছে, আসলে আর্চবিশপ মাইকেল কি মারা গেছেন! সারা বাংলাদেশের যেখানেই যাই মণ্ডলীর কোন প্রসঙ্গে কথা উঠলে তাকে যারা চিনতেন তারা বরাবরই আর্চবিশপ মাইকেলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন, তার কথাগুলো অনর্গল বলে যান..! তাছাড়া বয়স্ক যাজকগণ যারা মণ্ডলী ভাবনা

নিয়ে কোন বক্তব্যে, নির্জন ধ্যানে, কোন সহভাগিতায় উদাহরণ হিসাবে সব সময় যাকে টেনে আনেন তিনি হলেন এই আর্চবিশপ মাইকেল এম রোজারিও। এতেই প্রমাণ হয় তিনি এক প্রবাদ পুরুষ। কথা প্রসঙ্গে, আলোচনা প্রসঙ্গে তার নাম ও তার উক্তি উদাহরণ হয়ে চলে আসে। তাই তিনি মরেও যেন আজও সবার কাছে আরো জীবন্ত।

তিনি ছিলেন একজন দরদী এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। তিনি মানুষের দুঃখ কষ্টে সবসময় তাদের পাশে ছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, বড় কোন দুর্ঘটনায় কখনো তিনি তার হাউজ-এ বসে থাকেননি। যত প্রতিকূলতাই থাকুক, যত অসুবিধা-ই হউক তিনি চলে গেছেন তাদের কাছে, থেকেছেন তাদের পাশে। বন্যায় বর্ষায়, কি কোসা, কি নৌকা, কি কলাগাছের বেওড়া প্যান্ট কাছা দিয়ে উঠে গেছেন তাতে, নেমে পরেছেন পানিতে, খালি পায়ে কাঁদা পানি ভেঙ্গেছেন অবলীলায়। তিনি ছিলেন অসহায়ের সহায়। দুর্বলের শক্তি। কোন যাজক অসুস্থ হলে, হাসপাতালে ভর্তি হলে তাকে যেন দেখতে যেতেই হবে। অন্য কোন বিশপ তার যাজকের কোন গুরুতর সমস্যায় বা অসুস্থতায় সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করলে সেখানে আর্চবিশপ ত্বরিত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতেন।

অসাধারণ ব্যক্তিত্বে অতি সাধারণ জীবন তার। বিদেশে যাওয়া ছাড়া তাকে কখনো জুতো পড়তে দেখিনি। তিনি ছিলেন সব জায়গায় মানিয়ে নেওয়ার মানুষ। পায়ে থাকতো অতি সাধারণ এক জোড়া সেন্ডেল, গায়ে সাধারণ শার্ট, আর কয়েকটা গেঞ্জি। যেকোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে খুব সহজ ও সুবিধাজনক অবলম্বন। তিনি জানতেন তার জনগণ গরীব, অতি সাধারণ, সহজ সরল। সেই কথা মনে রেখে কখনো তিনি জমসাদা (কালো) পোশাক গায়ে ঝুলিয়ে তাদের কাছে যেতেন না। কাদা-পানি ভাঙ্গতে দ্বিধা করতেন না। বর্তমানে যে সিনডালিটির কথা মণ্ডলী সভা সেমিনার করে বলে সেটা আর্চবিশপের জীবনে একেবারে জীবন্ত ছিল। তার মেষপালের সাথে একাত্বতার জীবন দৃষ্টান্তই ছিল এখনকার মুখে মুখে উচ্চারিত সিনডালিটি। এত ভারী একজন মানুষ, গরমে এত ঘামতেন কিন্তু কখনো গাড়ীর জন্য, নিজের ঘরের জন্য এয়্যার কন্ডিশনের কথা ভাবেননি। যেখানেই গেছেন সেখানে গিয়ে বা এত গরমে কয়েক টুকরা বরফ কামড়িয়ে খেয়ে ভিতরটা ঠান্ডা করে নিতেন।

বিশপের মাথার টুপি আর বিশপের লাঠির পালক ছিলেন না তিনি। কারণ তিনি জানতেন তিনি পালক। উপাসনায় এইগুলো নিয়ে তার মধ্যে কখনো অস্থিরতা ছিল না, বরং উপাসনায় তার মধ্যে ছিল ধীরতা। উপাসনায় বিশপীয় আনুষ্ঠানিকতা ও প্রদর্শনের উর্ধ্বে বেদীতে একজন পুরোহিত পুজারীর দিকটাই তার মধ্যে গুরুত্ব পেতো। তিনি জানতেন বেদীতে রাজকীয় ভাবের কিছু নেই, বেদীতে তিনি যাজক। তিনি ভাবে চলতেন না, ভড়ং-এ চলতেন না, তিনি ভবে চলতেন, কঠিন বাস্তবে চলতেন। উপদেশে বিশ্বাসীভক্তদের তিনি আকাশে ভাসাতেন না, বরং যিশুর মতই অতি বাস্তব ও জীবনের কথাগুলোই সহজ ও সরল ভাষায় মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতেন। তিনি কোন আবেগ দিয়ে নয়, ভাবাবেগেও নয় বরং বোধিসহ বিবেককে নাড়া দিয়ে তার মেষপালদের জীবনের কথা বলতেন। যিশুর কথা উদৃতি দিয়ে পবিত্র বাইবেল-এর বাণী

উল্লেখ করে তিনি উপদেশ দিতেন। তার কথার মধ্যে সব সময়ই থাকতো 'ঐ যিশু বলেছেন........ যিশু বিশ্বাসী তো যিশুর কথাই বলবেন....।

পালকের কাজ তার মেষদের খোঁজ নেওয়া আর এটা তার মধ্যে উত্তম মেষপালক যিশুর উদাহরণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেখানেই যেতেন রাস্তার ধারে বা পাশে যত গির্জা কনভেন্ট পড়তো একটু সময় হলেও তিনি তাদের দেখতে যেতেন, খেয়াল-খোঁজ করতেন, তাদের সাক্ষাৎ দিতেন। কাউকে বাদ দিতেন না। এতে তার কোন তাড়াহুড়ো ছিল না। তার কাছে সবাই ছিল সমান। লম্বা যাত্রায় সময় রাস্তায় থেমেই কিছু খেয়ে নিতেন, আর তার সাথের সবাইকে খাওয়াতেন। পুরো গাড়ী জুড়ে পিছনের সীটে বসে একা চলার আমলাতান্ত্রিকভাব তার মধ্যে কখনোই ছিল না। তিনি কালো গ্লাসের গাড়ীতে চলতেন না। সাদা গ্লাসের গাড়ীতে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে গাড়ীর জানালা খুলে চলতেন। কখনো কখনো গাড়ীতে বেশি যাত্রী হয়ে গেলে তিনি তার যাজককে তার সীটের পাশে চাপাচাপি করে বসিয়ে নিয়ে যেতেন। এতে তার বিশপীয় মান সম্মান যায়নি, মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি। এ যেন পালকের কাঁধে মেষশাবক!

তিনি পদ-পদবীর জন্য কখনো অস্থির ছিলেন না। তিনি বিশপ হতে চাননি। যেন না হন তার জন্য তিনি ভাটিকানে অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু পদ তাকে ছাড়েনি। ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহন করে তিনি হলেন যিশুর মত জনপদের পালক। মফঃস্বলে গিয়ে এই পালক কখনো পালংক খুঁজেননি। প্রয়োজনে রাত্রি যাপন করেছেন ভাঙ্গা ঘরে, সাক্রিস্টি রুমে ভাঙ্গা বিছানায়। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। বক্সনগরের একশত বছরের তিনদিনের জুবিলীতে তিনি সেই প্রায় গ্রামের বাইরে অবস্থিত জড়াজীর্ণ গির্জার সাক্রিস্টিতে ভাঙ্গা বিছানায় রাত্রি যাপন করেছেন। একই ছোট্ট সার্ক্রিস্টিতে আমিও ছিলাম। ভাঙ্গা গীর্জায় ইলেট্রিসিটি ছাড়া মোমবাতি জালিয়ে অন্ধকার ছোট্ট সক্রিষ্টি রুমে অন্য একজন যাজকের সাথে একই রুমে ঘুমানোতে তার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা ছিল না। অমায়িকভাবে তিনি সব জায়গায় মানিয়ে চলতে পারতেন। তার মধ্যে ছিল অনাড়ম্বতা। তার যাপিত জীবনটা ছিল অতি সাধারণ।

বিশপ হয়ে প্রথমে তিনি বৃহত্তর দিনাজপুর অর্থাৎ এখনকার রাজশাহীসহ দিনাজপুর ডায়োসিস-এ দশ বছর বিশপীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সময়ে তখন মাত্র কয়েকজন দেশী যাজক ছিলেন। আর অধিকাংশ যাজকই ছিলেন ইটালীয়ান পিমে যাজক। এখনো যে কয়েকজন পিমে বয়স্ক যাজকগণ রয়েছেন তারা তাকে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সন্ত হিসাবে দেখতে চান। কারন তারাই তাকে বেশি ভালো করে চিনেন, যেমন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে তখনকার ঢাকার যাজকগণ ও ভক্তগণ চিনতেন। পিমে যাজকগণ তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পালক হিসাবে তার অসীম সাহস, তার পালকীয় দক্ষতা, একজন প্রকৃত নেতার সব গুনাবলী তার মধ্যে দেখেছেন। সেখানে তিনি এতবড় এলাকা জুড়ে দশ বছর তার বিশপীয় কাজ করে তারপর ঢাকায় আর্চবিশপ হয়ে আসেন। তিনি আসেননি, তাকে আনা হয়। কারণ তিনিই ছিলেন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর একমাত্র যোগ্য উত্তরসুরী। কারণ তাকে যে বৃহত্তর ঢাকার হাল ধরতে হবে।

তার সময়টায় ছিল বৃহত্তর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। এখনকার ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট। এই বৃহত্তর চারণভূমিতে সব জায়গায় সেবা দিয়ে বেড়িয়েছেন্। বর্তমানে মণ্ডলী যে পেরিফেরির (Periphery) কথা বলে, যে প্রান্তিক জনগণের কাছে যাওয়া, তাদের কথা ভাবা, তাদের কথা শুনা, তাদের সাথে চলা, তার উদাহরণ অনেক আগেই আর্চবিশপ মাইকেল রেখে গেছেন। তিনি এত মিটিং-সভা, ফাইল-পত্র বা পেপার ওয়ার্ক, এত পলিসি-প্রক্রিয়ার মানুষ ছিলেন না। চিন্তা-চেতনায় তিনি খুব শাণিত ও স্বচ্ছ ছিলেন। কোন কিছুর মৌলিক আদর্শ তার কাছে পরিষ্কার থাকতো। কিন্তু এরচেয়ে বড় মৌলিকত্ব ছিল তার বাস্তববাদী ও কল্যাণমুখী কর্মপন্থা। কথার প্রতিফলন কাজে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন। মণ্ডলীতে যে পদে ক্ষমতার সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার হয় সেই পদে থেকেই তিনি সেই ক্ষমতাকে অলংকৃত করেছেন ভক্তি-সেবামার্গে। সুতরাং তার কাছে কর্তৃত্ব নয় দায়িত্বে ছিল খ্রিস্টীয় শক্তি করুণা। তিনি জানতেন 'Without love authority is tyranny' ভালোবাসা ছাড়া ক্ষমতা হলো নিপীড়ন।

তিনি ছিলেন একজন প্রর্থনাশীল পালক। প্রাহরিক প্রার্থনায় একনিষ্ঠ এক মানুষ। যাত্রায়, গাড়ীতে কখনো ব্রিবিয়ারী প্রর্থিনা বই ছাড়া দেখিনি। তিনি একজন পালকই নন তিনি ছিলেন একজন পিতা। যাজকগণ তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি যাজকদের কথা ভাবতেন। বিশেষ করে যারা একটু দুর্বল তাদের প্রতি তার ছিল বিশেষ দৃষ্টি। তার মধ্যে কোন আঞ্চলিকতা ছিল না, পক্ষপাত আচরণ ছিল না, কোন দল ছিল না, কোন ইজম ছিল না বিতর্কিত করতে পারে, কোন স্বজনপ্রীতি ছিল না, প্রতিপক্ষ ভেবে কাউকে দূরে রাখতেন না। যাজকদের প্রতি তার অনেক আস্থা ছিল। দীর্ঘ ৩৮ বছরের তার বিশপীয় পালকীয় সেবার কাজে তিনি একজন যাজককেও হারাননি। তার স্নেহশীল পিতৃত্বের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি যাজকের কষ্টে কেঁদেছেন। একবার একজন যাজক তার যাজকীয় জীবন ছেড়ে দিবেন বলে তার কাছে যান আর আর্চবিশপ তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন। ঐ যাজকও কাঁদলেন। তারপর তিনি হাসিমুখে তার প্যারিশে ফিরে গেলেন। সেই যাজক এখনো একজন সুখী যাজক হিসাবে মণ্ডলীতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

তার চরিত্রের গায়ে কেউ কেউ কালিমা লাগানোর অপচেষ্টা করেছিল। ইতিহাস বলে যে, কোন ন্যায়বান, একনিষ্ঠ খ্রিস্টানুরাগীর পিছনে শয়তান সক্রিয় থাকে। তার জীবনেও ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন পাহাড়ের মত স্থির-ধীর। কত কেউ পাহাড়ের গায়ে পাথর ছুড়ে, আঘাত করে কিন্তু পাহাড় থাকে নীরব, অবিচল। তিনি তাই ছিলেন। যারা তাকে কালিমা লেপনের চেষ্টা করেছে তাদের তিনি শুধু ক্ষমাই করেনি তাদের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। দু'হাজার খ্রিস্টাব্দের জুবিলী বর্ষে এবং পরবর্তীতে যেটা 'কেনাডা ফিবার' নামে পরিচিত সেই সময়ে কিছু খ্রিস্ট বিশ্বাসী আর্চবিশপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন একটা অন্যায় দাবী নিয়ে। তার বিরুদ্ধে অনেক অন্যায় অপবাদ এবং মন্দ কথা ব্যবহার করেছিলেন। আর্চবিশপস হাউজে এসে তার উপর আক্রমনাত্মক আচরণে উদ্যত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীর এই ক্রাইসিস সময়ে মণ্ডলীর অন্য ধর্মীয় নেতাদের যখন পাশে পাননি তখন তিনি একাই সব তার কাঁধে নিয়েছেন। তখনই দেখা গেছে তার প্রকৃত পালকের রূপ। তিনি ছিলেন ধীরস্থির। দেখেছেন যে, যারা তার বিরুদ্ধে অপবাদ-অপমান করছেন, তারা তো তারই মেষপালের জনগণ। তাই তিনি সব কিছুই নীরবে বয়েছেন সয়েছেন। তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই যিশুরই মত। কারো বিরুদ্ধে তিনি কোন রাগ পোষণ করে রাখেননি। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের ধর্মরাজ।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ববুদ্ধিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ। অনকে তাকে বলতো Jack of all trades অর্থ্যাৎ ব্যবহারিক এমন কিছু নেই যা তার অজানা ছিল না। তার বুদ্ধিকে তিনি বিবেক দিয়ে বাবহার করেছেন সততায়, ন্যায্যতায় ও মানব কল্যাণে। তার জ্ঞানের জন্য কোন গড়িমা ছিল না। যেমন তার বুদ্ধি ছিল, তেমন তার জ্ঞান ছিল এবং সব কিছুর উর্ধে যেটা সেই প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। কঠিন সমস্যায়, জটিল বাস্তবতায় যখন যাজক - বিশপগন কোন উপায়-উত্তর খুঁজে পেতেন না তখন তিনি তাৎক্ষনিক খুব সহজভাবেই তার উপায় বলে দিতেন। কোন ব্যাপারে তিনি কাউকে দ্বিধায় রাখতেন না, সিদ্ধান্তহীনতায় রাখতেন না। তিনি সেই সময়ই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে পথ দেখাতেন এবং না পারলে তখনই তাতে সঠিক সিদ্ধান্তটা বলে দিতেন। সিদ্ধান্ত দান একটা প্রশাসনিক গুন। পালক-প্রশাসক

হিসাবে তার মধ্যে এই গুণটার প্রকাশ জ্বলন্ত যা প্রজ্ঞারই প্রকাশ।

আদর্শ নেতা কাকে বলে আর্চবিশপ মাইকেলই সেটার প্রকৃত সংজ্ঞা। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বাইরে অন্য সকল মণ্ডলীর নেতা নেতৃগণ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং একজোটে মেনে নিয়েছেন তার নেতৃত্ব। মণ্ডলী বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মণ্ডলীর কোন সমস্যায় তাদের কাছে তিনি ছিলেন শেষ কথা, চূড়ান্ত কথা, একমাত্র কথা। সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে যার ব্যক্তিত্ব, ন্যায়, সত্য ও শান্তি যার ছিল বর্ম, নানা প্রতিকূলতায় মণ্ডলীকে, খ্রিস্টীয় সমাজকে সামনে থেকে যিনি দিয়েছেন নেতৃত্ব সেই পার্থ সারথি হলেন আর্চবিশপ মাইকেল। একজন আদর্শ নেতার কি কি বিরোচিত নৈতিক গুন থাকা প্রয়োজন, কি রকম দর্শন ও জীবন যাপন করা প্রয়োজন যা সাধু পলের লেখা রোমীয়দের কাছে ১৩: ৯-২১ পদে উল্লেখ করা হয়েছে তা আর্চবিশপ মাইকেলের জীবনে জলন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওর কাজ, তার কথা, তার জীবন, তার ব্যক্তিত্ব ছিলো অকৃত্রিম-অবিচল-খাঁটি-আদর্শিক, ন্যায়পরায়ন ও জীবনভিত্তিক। বাহ্যিক চাকচিক্য নয়, পোশাকী বাহারী নয়, জনবিচ্ছিন্ন অহমিকা নয়, আত্মপ্রচারে আসক্ত নয়, করুণায় কৃত্রিমতা নয় বরং জীবনে চলনে-বলনে-যাপনে-মনন ও সাধনে তার মধ্যে ছিল নির্মল সাধুতা, বিশ্বাসে দৃঢ়তা, প্রার্থনায় বিশ্বস্ততা, পালকীয় কর্তব্যে নিষ্ঠতা, চলনে বলনে সততা, অনাসক্ত ও অনারম্ভতা, অকৃত্রিমতা, সহজলভ্যতা, নেতৃত্বে নিঃস্বার্থ সেবা, পক্ষপাতহীনতা, বিচক্ষণতা, দয়া, উদারতা ও বদান্যতা।

কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু শ্রেণিভুক্ত প্রক্রিয়ায় তাদেরই গণ্য করা হয় যারা এই জগতে ঐশরিক গুনগুলো যেমন বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা এবং মানবিক প্রধান গুনগুলো যেমন ত্যাগ, সংযম, ধৈর্য, বিচক্ষনতা এবং ন্যায়পরায়নতা এ জগতে অটল ও দৃঢ়তার সাথে এবং বিরল ও অসাধারণভাবে যাপন করে গেছেন। যারা এ জগতে পবিত্র, ধর্মনিষ্ঠ, নিরাসক্ত জীবন যাপন করে গেছেন, যারা পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অন্যদের কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যারা মহৎ ও পরমোৎকর্ষ জীবন দৃষ্টান্ত রেখেছেন, যারা উদার এবং নিস্বার্থপর জীবন যাপন করেছেন তাদের সন্তজনের অন্তর্ভুক্ত করে জগতের সামনে আধ্যাত্মিক গাইড হিসাবে রাখেন।

এই ঐশ্ব গুনগুলো (Theological virtues), প্রধান গুণগুলো (Cardinal virtues) এবং বিরোচিত নৈতিক গুনগুলো (Heroic vertues) আর্চবিশপ মাইকেল এম. রোজারিও তার জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা ক্ষেত্রে, প্রতিটা দায়িত্বে-কর্তব্যে এবং সর্বোপরি একজন একনিষ্ঠ খ্রিস্টবিশ্বাসী মানুষ, একজন যাজক, একজন বিশপ এবং একজন পালক, পরিচালক হিসাবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পবিত্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। **তার জীবনচরিত জগতের ও মণ্ডলীর পদ ও ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের কাছে ‘অতি সাধারণ ও ন্যায়বান সেবক’ এর উদাহরণ হিসাবে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।**

ইতোমধ্যে তার মৃত্যুর ১৭ বৎসর চলছে। এর মধ্যে তার সম্বন্ধে ও তার জীবনীর উপর বেশ কিছু বই প্রকাশ পেয়েছে, ইতোমধ্যে তার নামে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তার জীবন চরিত নিয়ে সহভাগিতা করে থাকেন এবং প্রতিবেশীতে তাকে নিয়ে লেখাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ এবছর বিডিপিএফ প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের প্রয়াত ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ-যাজকবর্গ’ বইয়ে কয়েক পৃষ্ঠায় তার জীবনের অনন্য সাধুতার দিকগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক ফাদার ঝলক আন্তনী দেসাই। সেই নদী বিধৌত মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্যাম-সবুজে ঘেরা শুলপুর গ্রামের ছোট্ট বেলার ‘মাক্কু’ কিভাবে হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশ মণ্ডলীর মহান পালক আর্চবিশপ মাইকেল। তাকে চিনে জানে অনেক মানুষই আজ বয়স্ক-বৃদ্ধ বা অনেকেই বিগত হয়েছেন। এই সন্ধিক্ষণে কারো বা ধর্মপ্রদেশের উদ্যোগে তার সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন মনে করি। তাই আমি ঢাকা আর্চডায়োসিস এর একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভক্ত-যাজক হিসাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো যেন তার ক্যাননাইজেসনের জন্য ভাবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন॥ ৯

ডায়াবেটিস

এ্যাড. এ কে এম নাসির উদ্দীন

ডায়াবেটিস একটি কঠিন রোগ জেনে রাখুন সবাই
একবার ডায়াবেটিস হলে সারাজীবনে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তির আশা নাই।
নিয়ম কানুন মেনে চললে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়
অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হয়।
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সারাজীবন চলতে হয়
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে জীবন হয় মধুময়।
অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে পায়ের সমস্যা হয়
পায়ের সমস্যা থেকে “ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথী” হয়।
“ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথী” থেকে পায়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়
সমস্যা বেশি জটিল হলে পা কেটে ফেলতে হয়।
ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের যত্ন সবচেয়ে বেশি জরুরী
পায়ের যত্ন নিয়মিত নেওয়া সবচেয়ে বেশি উপকারী।
খালি পায়ে চলা যাবে না, ডায়াবেটিস রোগীদের মনে রাখতে হবে
পায়ে সর্বদাই জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে।
প্রতিদিন পা দুটো সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে
প্রতিদিন সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখলে পায়ের নানা যন্ত্রনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে কিডনীর সমস্যা বাড়ে
কিডনীর সমস্যায় রোগী আরও অস্থির হয়ে পড়ে।
কিডনীর সমস্যা হলে পরে নিয়মিত কিডনী ডায়ালাইসিস করতে হয়
নিয়মিত কিডনী ডায়ালাইসিস না করলে রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয়
উচ্চ রক্তচাপের জন্য নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হয়।
ডায়াবেটিস এর ফলে মানবদেহে রেটিনোপ্যাথীর সৃষ্টি হয়
‘রেটিনোপ্যাথীর’ ফলে মানুষের চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে যায়।
ডায়াবেটিস কমে গেলে বিপদের শঙ্কা বাড়ে
ডায়াবেটিস একেবারে শূন্য হলে মানুষ যায় যে মরে।
ডায়াবেটিস হলে খাবারের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়
নিয়ম-কানুন মেনে না চললে জীবনে আসে বড় পরাজয়।
ডায়াবেটিস মানব দেহের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়
ডায়াবেটিস মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয়।
ডায়াবেটিস হলে মানুষের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়
ডায়াবেটিস এর ফলে মানবদেহে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়।
করোনা ভাইরাসের আক্রমণে ডায়াবেটিস রোগীরাই বেশি মারা গিয়েছিল
ডায়াবেটিস রোগীদের করোনা ভাইরাস অতি সহজেই আক্রমণ করেছিল।
টক জাতীয় ফল আর যত শাক সব্জি পৃথিবীতে আছে
টক জাতীয় ফল আর শাক সব্জির কদর থাকতে হবে ডায়াবেটিস রোগীদের কাছে।
ডায়াবেটিস রোগীর রক্তনালী ব্লক হলে আর অঙ্গহানী নয়
প্রয়োজনীয় অপারেশনের মাধ্যমে রক্তনালীর ব্লক ভালো হয়।
ডায়াবেটিসকে নাহি করি ভয়
জনগণ ও সমাজ যদি সচেতন হয়॥

মরণের পরে!

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

সাদা পোশাক পরা একটা বিরাট দলের সাথে মেঘেদের পাহাড় ভেদ করে উড়ে যাচ্ছি। কী আশ্চর্য! অবাক হয়ে দেখছি তাদের। তাদের প্রত্যেকের পাখাগুলো এত্ত বড়- যেন পুরো পৃথিবীটাকেই ঢেকে রাখতে পারবেন। মেঘের উপরে মেঘ, কিন্তু কি আশ্চর্য মেঘদের ছোঁয়াতে আমার শরীর ভিজছে না। আশেপাশে কোনো ফুলের বাগান দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু অচেনা নানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। মৃদু গুঞ্জনে কারা যেন কথা বলছে, কিন্তু ভাষাটা বুঝতে পারছি না। যেতে, যেতে কিছু পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। কিন্তু ওরা কারা, সেটা মনে করতে পারছি না। কোথায় দেখেছি তাদের? কী অবাক কাণ্ড! যেই আমি এত্ত কিছু মনে রাখতে পারি, সেই আমি- আজ কীভাবে ভুলে গেলাম সব? কিছু কিছু হাসি মুখও তাকিয়ে আছে আমার দিকে, কিন্তু তাদের কখনোই দেখিনি। বাহ! সকলেরই পোশাক একই রকম। মুখগুলোতে পবিত্র হাসি। ওদের হাতে সুন্দর ফুলের ঝুড়ি। অচেনা ফুলের পাপড়িতে ভরা ঝুড়ি গুলো। যেন আমাকে বরণ করে নিয়ে যাচ্ছে ফুলেল শুভেচ্ছায়। ওদের বর্ষিত ফুলের পাপড়িগুলো আমার মাথা, মুখ শরীর স্পর্শ করে নিচে ঝড়ে পড়তে লাগলো। কি মিষ্টি সুবাস!

উড়ে যাবার এমন দৃশ্য বহুবার দেখেছি আরব্যোপন্যাসে। ফুলপরী, মায়াপরীদের উড়ে যেতে দেখেছি। আজ আমিই যাচ্ছি সেইভাবে! এই অনুভূতি প্রকাশ করার কোনো যন্ত্র থাকলে বেশ হত!

তুমি কোথায় যাচ্ছো, জানো? একটা কণ্ঠ কানের কাছে বলে উঠলো।

না তো? উত্তর দিলাম।

কোথায় আছো, সেটা জানো?

না, তাও তো জানি না।

তোমার তো না জানারই কথা। অদৃশ্য কণ্ঠটি উত্তর দিলেন।

কিন্তু তুমি কে কথা বলছো? আমি কেন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না? প্রশ্ন করলাম।

দেখবে, আর কিছু সময় পরই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।

আমি একা কেন সাদা পোশাক পড়া দলের সাথে যাচ্ছি? আমার পরিবারের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমার বন্ধুরা কোথায়?

তুমি কি দেখতে চাও তোমার পরিবার, তোমার বন্ধুদের?

হ্যাঁ, দেখতে চাই।

তাহলে দেখো ঔ নিচের দিকে।

আমি তাকালাম নিচের দিকে। অনেক মানুষের সমাবেশ। কোন কিছুকে মধ্যখানে রেখে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। করুণ আর্তনাদ, বিলাপ ভেসে আসছে সমাবেশ থেকে। রজনী গন্ধা, গোলাপ সহ আরো কিছু ফুলের স্তূপ দেখতে পাচ্ছি। কারো হাতে মোমবাতি আর আগরবাতি দেখতে পাচ্ছি।

চেনা অচেনা কত মানুষ! কিন্তু সবাই গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে। কান্নার আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘুরে তাকালাম অন্যদিকে। আমার চোখ দুটো পাথরের মত স্থির হয়ে থাকে। একি! আমার মা চিৎকার করে কাঁদছে। পরিবারের সবাই কাঁদছে। কিছু দূরে বাবাকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন। বাবার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। নির্বাক পাথরের মত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাবা। সবাই আছে ওখানে। কিন্তু আমিই শুধু একলা এখানে।

খানিকটা দূরে মাটি খুঁড়ে রাখা হয়েছে। আমি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছি সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ভাবছি কার জন্য এত বুকফাটা আর্তনাদ আমার পরিবারে? এত আয়োজন কার জন্য?

আমি ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। মায়ের হাত ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম- মা, মা...কি হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন মা? মা, মাগো....কিন্তু মা কোনো উত্তর দিল না। বুক চাপড়ে কাঁদছে আর বলছে, তোমরা আমার মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? ওকে আমার কোলে দাও! আমার মা...

আমি দৌড়ে গেলাম বাবার কাছে। বাবা, বাবা.. কি হলো তোমার? মা কাঁদছে, তুমিও কাঁদছ! কি হয়েছে তোমাদের? বাবা,ও বাবা...কী আশ্চর্য, কেউই সাড়া দিচ্ছে না! শুনছে না আমার কথা!

এই এইখানে রাখো, এইখানে রাখো - মাটি খুঁড়ে রাখা জায়গা থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল। আমি ঘুরে তাকালাম সেদিকে। দেখলাম কয়েকজন মিলে একটা তুম্বা এনে খুঁড়ে রাখা মাটির পাশে রেখেছে। তুম্বাতে সাদা কাপড় জড়িয়ে কেউ শুয়ে আছে লম্বা হয়ে। সাদা কাপড়ের উপর অনেকগুলো ফুল সাজানো। কে সে? খুব জানতে ইচ্ছে হলো। আমি ছুটে গেলাম সেদিকে।

সাদা কাপড় পড়ে ফাদার এলেন। ধূপগন্ধী নিয়ে সাথে দুজন সেবক এলো। আমার মা, বাবা আর পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনে জায়গা দেওয়া হল। একজন বলল, শেষ প্রার্থনার আগে শেষ বারের মত মুখখানা দেখতে দিন ওর মা - বাবাকে। কেউ একজন মুখের উপর থেকে সাদা কাপড়খানা সরিয়ে দিল।

মুখখানার উপর চোখ পড়তেই আমি আঁতকে উঠলাম। এ তো আমারই মুখ! সাদা কাপড়ে জড়ানো আমাকেই দেখতে পেলাম। কি করে সম্ভব? আমি তো সবার সাথেই দাঁড়িয়ে আছি। তবে ওখানে গেলাম কখন? কত সুন্দর ভাবে সাজানো হলো আমাকে। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে। মা আর পরিবারের সদস্যদের চিৎকারে পরিবেশটা ভারি হয়ে উঠেছে। আমার দু'চোখ ফেটে ঝরনার মত জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমি কান্না করছি,অথচ কেউ দেখছে না। ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে মায়ের বুকে। কিন্তু পারছি না। আমার সমস্ত শরীর কাফনে মোড়ানো।

কেউ আবার সাদা কাপড় দিয়ে আমার মুখটা বেঁধে দিল। লম্বা লম্বা দড়ি দিয়ে আমার পুরো শরীরটা পেঁচিয়ে নিল। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার। শক্ত করে আপাদমস্তক বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে না! ফাদার প্রার্থনা শুরু করলেন। ধূপগন্ধী দিলেন। প্রার্থনা শেষের দিকে সবাই ধরাধরি করে আমার দেহটা মাটির ঘরে নামিয়ে দিল। উপর থেকে শীতল মাটির গুড়ো ঝরে পড়তে লাগলো আমার সাদা কাপড়ের উপর। আমার কানে বাজছিল - 'পিতার স্মরণে যাও, একে নিয়ে যাও'...পিতার স্মরণে যাও, একে নিয়ে যাও...

ধীরে ধীরে আমার চারিপাশটা অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

আমার সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরের উপর উঁচু করে মাটির আস্তরণ দেওয়া হল। আমার মাটির ঘরটা কবরে রূপান্তরিত হলো। সবাই মিলে আমার কবরের উপর মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালালো। ফুল দিয়ে কবর সাজালো। সকল আয়োজন শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সবাই চলে গেল। সাড়ে তিন হাত মাটির নিচ থেকে আমি সবার চলে যাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

সবাই চলে যেতেই কবরস্থান ফাঁকা হয়ে গেল। কোথাও কেউ নেই। থমথমে নীরবতা। আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম আমার জন্মের সময়টা। মা বলেছিল, যখন মাকে OT তে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন OT র সামনে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিল সবাই। হঠাৎ নার্স এসে বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। আপনাদের ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। সাথে সাথে সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠেছিল। আর যেদিন আমাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন লোকজনে বাড়ি ভরে গিয়েছিল। বাবা সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিল!

আজও আমাদের বাড়ি লোকজনে ভর্তি থাকবে। কিন্তু আজকের দিনটা সেদিনের মত থাকবে না! খুব ইচ্ছে হলো এক দৌড়ে বাড়ি চলে যেতে। কিন্তু মাটির উপর মাটির আস্তরণ থাকাতে ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। আমি হাত-পা নাড়াতে পারছি না। কোনো দিকেই মাথা ঘুরাতে পারছি না।

হঠাৎই ঘাড়ের কাছে কারো উপস্থিতি টের পেলাম। এসো, তোমার সময় শেষ হলো। এবার যেতে হবে।

আমি কাউকেই দেখিতে পাচ্ছি না, কিন্তু কারো অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি।

আমি কীভাবে যাবো? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, আমার মা-বাবা, আমার পরিবার আমাকে হারিয়ে পাগল প্রায়! আমি কান্না জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলাম।

আদিতে এমন হত, এখনও হচ্ছে এবং পৃথিবী লয়প্রাপ্ত পর্যন্ত তাই হবে। এই পৃথিবীতে যার দায়িত্ব, গুরুত্ব যতদিনের, ঠিক ততদিনই সে পৃথিবীতে থাকবে। কারো জন্য কারো জীবন, কাজ বা সময় কোনোটাই থেমে থাকে না। তিনি উত্তর দিলেন।

আমি ছেড়ে যেতে পারছি না। কিন্তু আমার শরীর উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তুলো যেভাবে হালকা বাতাসে উড়ে যায়, মেঘেরা যেভাবে ভেসে যায়-সেইভাবে আমিও উপরে উঠে যাচ্ছি, ভেসে যাচ্ছি। উপরে...আরো উপরে... ভেসে যাচ্ছি! অচেনা মধুর কণ্ঠে অপরিচিত গানের শব্দ কানে ভেসে আসছে।

আমি কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না। কিন্তু মেঘেদের স্তর পেরিয়ে আকাশের উপর আকাশ! তারও উপর...উজ্জ্বল নক্ষত্রদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি... অসীম অনন্তের উদ্দেশে যাত্রা করছি, সে বুঝতে বাকি রইল না। যতই এগিয়ে যাচ্ছি - অজানা ভাষার সুরেলা গানের কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগলো। মোহনীয় গানের উৎস লক্ষ্য করে সাদা পোশাক পড়া বিরাট বাহিনীর সাথে আমি এগিয়ে যাচ্ছি...আমি ভেসে যাচ্ছি!

আসুন সচেতন হই - ডায়াবেটিকস্ প্রতিরোধ করি

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর সারা পৃথিবীতে সকল মানুষদের সচেতনতার জন্য বিশ্ব ডায়াবেটিকস দিবস পালন করা হয় । ২০২১-২০২৩ পর্যন্ত এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে - 'ডায়াবেটিকস্ চিকিৎসা সেবায় সবার সুযোগ'। বিশ্ব ডায়াবেটিকস্ ফেডারেশনের তথ্যমতে, পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১% এ রোগে আক্রান্ত এবং দেশ হিসাবে, আক্রান্ত অনুসারে চীনে সবচেয়ে বেশি ডায়াবেটিকস্ রোগী পাওয়া যায়। এরপর, ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, জাপান ও মিশর রয়েছে।

ডায়াবেটিকস্ মেলিটাস হল একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। ডায়াবেটিকস এমন একটি রোগ, যা রোগীদের কখনোই সম্পূর্ণ নিরাময় হয়না। এটি সারা জীবনের রোগ। যাইহোক, কিছু চিকিৎসা দিয়ে, আমরা অবশ্যই এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আগের যুগে, এই রোগটি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেই ঘটত। তবে আজকাল এই রোগটি যে কারোর মধ্যে ধরা পড়ছে। এর প্রধান কারণ হ'ল তাদের ভুল খাদ্যাভাস। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা গেলে ডায়াবেটিকস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ডায়াবেটিকস কি?

ডায়াবেটিকস এমন একটি রোগ- যা রক্তে গ্লুকোজ বা চিনির উপস্থিতির মাত্রা বৃদ্ধি করে। খাবার খেয়ে শরীরে গ্লুকোজ হয়। এই গ্লুকোজ কোষগুলিতে ইনসুলিন-মুক্তির হরমোন হিসাবে কাজ করে। যাতে তারা শক্তি পেতে পারে। ডায়াবেটিকস রোগ বোঝার আগে ইনসুলিনের গুরুত্ব বুঝতে হবে। ইনসুলিন হ'ল এরকম একটি হরমোন যা শরীরে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটগুলির বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন ছাড়া গ্লুকোজ শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। এটি রক্তনালীতে জমা হয়। এটি কোনও ব্যক্তিকে ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত করে তোলে।

ডায়াবেটিকসের প্রকারভেদ:

ডায়াবেটিকস মূলত দুটি প্রকারের।

ডায়াবেটিকস্ ১: এই ডায়াবেটিকস্ বেশিরভাগ কম বয়সী শিশু বা ২০ বছরের কম বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। ডায়াবেটিকসে টাইপ ১ ইনসুলিন শরীরে তৈরি হয় না।

ডায়াবেটিকস ২: ইতিমধ্যে সুগারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের, বেশিরভাগ টাইপ ২ ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত হয়। টাইপ ২ ডায়াবেটিকসে শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয়। তবে এটি সঠিকভাবে কাজ করে না বা শরীরের মতে, প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি হয় না। ডায়াবেটিকস্ থাকা প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন ব্যক্তির টাইপ ২ ডায়াবেটিকস্ আছে ।

ডায়াবেটিকস্‌র কারণ কী?

ডায়াবেটিকস্‌র অনেক কারণ থাকতে পারে।

- বেশি পরিমাণে জাঙ্কফুড খাওয়ার ফলে শরীরে ক্যালোরি এবং ফ্যাট পরিমাণ বেড়ে যায়। যার কারণে শরীরে ইনসুলিনে চিনির মাত্রা বেড়ে যায়।
- জিনগত রোগের কারণে ডায়াবেটিকস হতে পারে।
- ডায়াবেটিকস শরীরের অতিরিক্ত ওজন এবং ওজন বৃদ্ধির কারণে ঘটতে পারে।
- প্রতিদিনের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন না করায় ডায়াবেটিকস হতে পারে।

ডায়াবেটিকসের অন্যান্য কারণ

- ডায়াবেটিকসের অন্য কিছু অনেক বিরল কারণও আছে।
- এর অন্তর্ভুক্ত হল:
- অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির কোন সমস্যা, যেমন দীর্ঘমেয়াদী প্যান্‌ক্রিয়াটাইটিস স্টেরয়েড-এর মত ওষুধগুলির কারণে ঘটা ডায়াবেটিকস সিস্টিক ফাইব্রোসিস-এর মত অন্য কোন স্বাস্থ্য সমস্যা অথবা কুশিং সিনড্রোম-এর মত একটি এন্ডোক্রিন স্বাস্থ্য সমস্যার অংশ হিসেবে হওয়া ডায়াবেটিকস।

ডায়াবেটিকস লক্ষণগুলো কি কি?

- ঘন ঘন খিদে লাগা ।
- দুর্বল দৃষ্টিশক্তি।
- ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ হওয়া।
- আঘাত থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার না হওয়া।
- ঘন ঘন মূত্রত্যাগ।
- ত্বকের সংক্রমণ
- চামড়া ফেটে যাওয়া।
- শুষ্ক ত্বক।
- শরীরের ওজন হ্রাস।
- ঘন ঘন তৃষ্ণা।

ডায়াবেটিকসের চিকিৎসা কী?

চিকিৎসকরা ডায়াবেটিকস চিকিৎসায় রোগীকে চিনির স্তর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সঠিক ডায়েট ও ব্যায়াম বা যোগের মতো শারীরিক ক্রিয়াকলাপ করার পরামর্শ দেন। ডায়াবেটিকস সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে, চিকিৎসকরা প্রথমে রোগীর চিনির স্তর পরীক্ষা করেন।

এই ব্লাড সুগার টেস্ট দুটি উপায়ে করা হয়- প্রথমত, রক্তে চিনির পরীক্ষা খালি পেটে ও দ্বিতীয়ত, রক্তে শর্করার পরীক্ষা খাওয়ার পরে করা হয়। এরপর রোগীর অবস্থা বুঝে তবেই চিকিৎসকরা তাকে ওষুধ দেন। টাইপ ১ ও টাইপ ২ ডায়াবেটিকস ধরা পড়তেই রোগীর উচিত তার চোখের রেটিনা, ছানি ইত্যাদি পরীক্ষা করানো।

রোগনির্ণয়

রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করে বহুমূত্ররোগ নির্ণয় করা হয়। ৪৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি সকল ব্যক্তির ডায়াবেটিকসের জন্য পরীক্ষা করা উচিত। তবে কিছু ক্ষেত্রে অল্পবয়সিদেরও ডায়াবেটিকস পরীক্ষার আওতায় আনা উচিত, যেমন মোটা ব্যক্তি, প্রথম স্তরের আত্মীয় ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত, উচ্চ-ঝুঁকিসম্পন্ন গোষ্ঠীর সদস্য, ৯ পাউন্ড বা ৪ কেজির বেশি ওজন বিশিষ্ট বাচ্চা প্রসবকারী অথবা গর্ভকালীন ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত হয়েছিল এমন, উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারলিপিডিমিয়া (রক্তাতিমেদ) আছে অথবা পূর্ববর্তী পরীক্ষায় প্রিডায়াবেটিস ধরা পড়েছিল এমন ব্যক্তি। নিম্নের যে-কোনো পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব:

WHO ডায়াবেটিকস রোগনির্ণয় মানদণ্ড

অবস্থা	গ্লুকোজ পানের ২ ঘণ্টা পর	অভুক্তাবস্থায় গ্লুকোজ	HbA1c	
একক	mmol/l(mg/dl)	mmol/l(mg/dl)	mmol/mol	DCCT %
স্বাভাবিক	<৭.৮ (<১৪০)	<৬.১ (<১১০)	<৪২	<৬.০
ক্ষতিগ্রস্ত অভুক্তাবস্থা গ্লুকোজ	<৭.৮ (<১৪০)	≥৬.১(≥১১০) <৭.০(<১২৬)	৪২-৪৬	৬.০-৬.৪
ক্ষতিগ্রস্ত গ্লুকোজ সহনশীলতা	≥৭.৮(≥১৪০)	<৭.০ (<১২৬)	৪২-৪৬	৬.০-৬.৪
ডায়াবেটিকস মেলিটাস	≥১১.১ (≥২০০)	≥৭.০(≥১২৬)	≥৪৮	≥৬.৫

ডায়াবেটিকস রোগীকে যেসব সাবধানতা মানতে হবে-

- ডায়াবেটিকস রোগীদের দৈনিক ব্যায়াম ও যোগব্যায়ামের মতো শারীরিক ক্রিয়াকলাপ করা উচিত। যোগব্যায়ামে আনুলোম, বিলোম, কপালভারতীর মতো আসন করা ডায়াবেটিকস রোগীদের জন্য উপকারী।

চিকিৎসকরা বলছেন, প্রতি সপ্তাহে আড়াই ঘণ্টার মতো ব্যায়াম করা দরকার। তার মধ্যে দ্রুত হাঁটা ও সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা অন্যতম।

- ডায়াবেটিকস রোগীদের সর্বদা তাদের পায়ে আঘাত এড়ানো উচিত।
- ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত।
- অতিরিক্ত তেল ও মসলাজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন ও প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার খান।
- প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে হোয়াইট পাস্তা, প্যাস্ট্রি, ফিজি ড্রিংকস, চিনি জাতীয় পানীয়, মিষ্টি ইত্যাদি।
- শাক-সবজি, ফল, বিনস ও মোটা দানার খাদ্য শস্য বেশি খেতে হবে।
- স্বাস্থ্যকর তেল, বাদাম খাওয়াও ভালো। ওমেগা থ্রি তেল আছে যেসব মাছে সেগুলো বেশি খেতে হবে। যেমন সারডিন, স্যামন ও ম্যাকেরেল।
- এক বেলা পেট ভরে না খেয়ে পরিমাণে অল্প অল্প করে বিরতি দিয়ে খাওয়া দরকার।
- অতিরিক্ত ওজনে ভুগলে ওজন কমাতে হবে। যদি ওজন কমাতেই হয় তাহলে সেটা ধীরে ধীরে করতে হবে। সপ্তাহে আধা কেজি থেকে এক কেজি পর্যন্ত।
- ধূমপান পরিহার করাও জরুরি। নজর রাখতে হবে কোলস্টেরলের মাত্রার ওপর। এর মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিকস: কী খাবেন, কী খাবেন না

আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, মানুষ নাকি খেয়ে মরে, না খেয়ে বেশি দিন বাঁচে। তবে বেশি বা কম খাওয়া নয়, বরং পরিমিত খাদ্য গ্রহণই সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি। ডায়াবেটিকস রোগীসহ সকলেরই খাদ্য সম্পর্কিত সচেতনতা একান্তই দরকার। তাই খাদ্যতালিকা নির্ধারণে সহজ কিছু টিপস এই রোগীদের জন্য তো বটেই, সাধারণের জন্যও উপকারী।

কী খাবেন :

* পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান
* খাদ্য তালিকায় অন্তত তিন ধরনের তাজা সবজি থাকতে হবে
* প্রতিদিন একই সময়ে খাবার খান
* কম ফ্যাটযুক্ত দুধ পান করুন
* প্রতিদিন কম করে ২০-২৫ গ্রাম কাঁচা পেঁয়াজ খান
* খানিকটা দারচিনি খেতে পারেন
* নিয়মিত পরিমাণমতো তাজা ফল খেতে হবে
* মনে রাখতে হবে যতটা সম্ভব হারবাল চা পান করতে হবে, ক্যাফেইন চায়ের পরিবর্তে।

খাবেন না বা কম খাবেন :

* কখনও বেশি পরিমাণে খাওয়া চলবে না
* যেসব খাদ্য বা পানীয়তে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে সেসব বর্জন করতে হবে
* কাঁচা লবণ নয়
* বেশি ভাজা ও তৈলাক্ত খাবার খাওয়া যাবে না
* প্রতিদিন দু কাপের বেশি চা বা কফি
* দুধ খেতে হলে ফ্যাট কমিয়ে খেতে হবে
* পনির খেতে হবে ফ্যাট ছাড়া
* ভাত, আলু, কলা এবং গাজর রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়ায়। সুতরাং যত কম খাবেন, তত ভালো।

মনে হয় এগুলো মানা খুব কঠিন কিছু নয়। আপনি যদি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন তাহলে এগুলো তো অবশ্যই পালনীয়। আর যারা ভালো আছেন তারা যদি এভাবে নিয়ম মেনে চলেন, তাহলে নিরাপদ থাকতে পারবেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নগরায়ন, জীবনশৈলীর পরিবর্তন, কায়িকশ্রম কম হয় এমন কাজের হার বৃদ্ধি পাওয়া, অধিক ক্যালরিযুক্ত কিন্তু কম পুষ্টিকর খাবার (বেশি চিনি ও সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত খাবার) খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে খুব দ্রুত ডায়াবেটিকস রোগী বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ থেকে ২০৪৫ সালের মধ্যে ডায়াবেটিকস রোগীর সংখ্যা ৪৮% বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে ডায়াবেটিকস্ নিয়মের রোগ এবং এটি প্রতিরোধযোগ্য। আসুন আমরা এ বিষয়ে জানি, মানি ও প্রতিরোধ করি ।

তথ্যসূত্র:* *ইন্টারনেট; Textbook on diabetes. 5th Edition.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নিম্নলিখিত পদের জন্য খ্রীষ্টান প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছেঃ-

ক্র. নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	অভিজ্ঞতা
০১	**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)**	০১ জন	এম.বি.এ/এম.বি.এস অথবা সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকতে হবে।	৩০-৪৫	পুরুষ/ মহিলা	➢ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা একই ধরণের প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ বেতন- আলোচনা সাপেক্ষে। ➢ সমবায় আইন, বিধি ও উপ-আইন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ কম্পিউটার ও একাউন্টিং সফট্ওয়্যার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। ➢ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স শিথিল যোগ্য।

শর্তাবলী :-

১) আবেদনপত্র সহ পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত। (মোবাইল নাম্বার-সহ)
২) ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসেবে দিতে হবে (যিনি আপনার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন)।
৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার ফটোকপি ১ কপি।
৪) সদ্য তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৫) খামের উপরে পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৬) অফিসের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
৭) অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
৮) শিক্ষানবিশ কালীন সময় ৩ মাস প্রয়োজনে আরও ৩ মাস বাড়ানো হবে।
৯) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের মোবাইল ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন জানানো হবে। সাক্ষাতকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
১০) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১১) আবেদনপত্র আগামী ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে (বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা হতে রাত ৯:০০ ঘটিক পর্যন্ত) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্বশরীরে/ডাকযোগে/কুরিয়ার/ই-মেইল মারফত পৌঁছাতে হবে।
১২) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া
গুলশান, ঢাকা-১২১২।
email:mcccultd@gmail.com

কবিতা গ্লোরিয়া গমেজ
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লিঃ

বেনেডিক্ট ডি' ক্রুজ
সভাপতি
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লিঃ

বিপ্র/০০০/২৩

YWCA

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালোবাসায় একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
০১	প্রোগ্রাম অফিসার	১টি	স্নাতক হতে হবে। MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে। প্রোগ্রাম পরিকল্পনা,পরিচালনা,আয়োজন, মনিটরিং ও সুপার ভিশন এ অভিজ্ঞ (৩ বছর) হতে হবে।
০২	সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী)	১টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৩	ইনচার্জ (মাধ্যমিক)	১টি	যে কোন বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতোকত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। বি এড থাকতে হবে। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ৩ বছর। শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৪	সহকারী শিক্ষক রসায়ন/ইংরেজী (মাধ্যমিক)	৩টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স ও নিবন্ধনকৃত হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৫	অফিস সহকারী	১টি	কমপক্ষে স্নাতক হতে হবে। MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, ব্যবহার জানতে হবে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।
০৬	ক্রেডিট সুপারভাইজার	১ টি	স্নাতক পাশ ও এই কাজে অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৭	ড্রাইভার কাম ইলেক্ট্রিশিয়ান	১টি	নূন্যতম এসএসসি/ ডিপ্লোমা পাশ। ড্রাইভিংয়ের কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স হালনাগাদ থাকতে হবে। ইলেকট্রিক্যাল কাজ জানতে হবে।

উল্লেখ থাকে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। প্রতিটি পদে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ১-৩ এবং ৫ নং পদে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৪. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৫. সর্বোপরি কর্মঘণ্টা ও প্রয়োজেন এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ
বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিপ্র/০০০/২৩

ভাল কাথলিক শিশু গড়ে তোলার কৌশল

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

প্রিয় পাঠকবৃন্দ ঈশ্বর বলেছেন: "আমি তোমার নাম ধরে ডেকেছি, তুমি আমার" *(যিশাইয় ৪৯:১)*। "মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ে তোলার আগেই আমি তোমাকে জানতাম" *(যেরেমিয়া ১:৫)*। যিনি আমার জন্ম রহস্য প্রকাশ করলেন সেই ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে দিলেন মাতৃক্রোড়ে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। আজ আমি বাবা-মায়ের একজন আদর্শ সন্তান হবার গৌরব অর্জন করে নিজেকে ধন্য মনে করতে শিখেছি। বাবা-মাকে সামনে রেখে পৃথিবীর সুখময় অবস্থানে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হতে যা কিছু করণীয় তাঁরা তাই করবেন এ বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে আমার বেড়ে ওঠা।

আমি মা-বাবা হয়ে সন্তানের কল্যানার্থে যা কিছু করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ:

* ঈশ্বরকে ভালবাসতে শিশুকে শিক্ষা দিতে পারি।
* শিশুকে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিতে পারি।
* প্রকৃতি ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে ভালবাসতে উৎসাহিত করতে পারি।
* শিশুদের ভদ্র আচরণ করতে শিক্ষা দিতে পারি।
* শিশুকে নিরাপত্তা উপলব্ধি করতে আশ্বস্ত করতে পারি।
* রোজারিমালা ভালবাসতে ও আবৃত্তি করতে শিক্ষা দিতে পারি।
* মারীয়া ও অন্য সাধু সাধ্বীদের ভক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারি।
* খ্রিস্টযাগে নিয়মিত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে ও অভ্যস্ত হতে সাহায্য করতে পারি।
* কেমন করে শাস্ত্রপাঠ ও মনোযোগ সহকারে প্রার্থনা করতে হয় তেমন শিক্ষা দিতে পারি।
* খ্রিস্টযাগে অর্থ দানে শিশুকে উৎসাহিত করতে পারি।
* ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে ঈশ্বরের আহ্বান সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহিত করতে পারি।
* আপনার শিশুকে বাড়িতে ও সর্বক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থাকতে শিক্ষা দিতে পারেন।
* শিক্ষা জীবনে আন্তরিক ও প্রত্যাশা নিয়ে আলোকিত মানুষ হতে সার্বিক সহায়তা করুন।
* শিশুর বাপ্তিস্ম দিবসটি প্রতি বছর আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে উদ্‌যাপনের চেষ্টা করবেন।
* খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে শিক্ষা দিবেন।
* সকল সাক্রামেন্তের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ও পালনে অনুপ্রাণিত করবেন।
* বিশ্বাসে শিশুর পরিপক্কতা বৃদ্ধি পায় পবিত্র আত্মার সহায়তায় এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়তা প্রদান করবেন।
* পবিত্র আত্মার দানগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা প্রদানে সচেষ্ট থাকবেন।
* বাড়ি ও পরিবার হচ্ছে শিশু গঠনের প্রক্রিয়ার বীজতলা-এ উপলব্ধি জাগাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবো।

শিশুর দৃষ্টি অতি মিষ্টি করতে পারে অপূর্ব সৃষ্টি: খ্রিস্টীয় পরিবারে বড় আশীর্বাদ হচ্ছে সন্তান। খ্রিস্টীয় পরিবারে আর যাই হোক না কেন, খ্রিস্টীয় জীবন নীতিই তার পালকীয় কর্মনীতি, খ্রিস্টের সেবা করার সঙ্কল্পই তার প্রকৃত কর্ম প্রেরণা। পরিবারে আশীর্বাদের পাত্র যে সন্তান তাদের ঘিরেই রচিত হয়েছে পিতা-মাতার আশা-আকাংখার প্রতিফলন। তারা যেভাবে সন্তানদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন আগামী প্রজন্মের ফল তেমন ভোগ করবেন।

সাধু পলের দৃষ্টি ভঙ্গিতে সন্তানদের প্রতি নির্দেশনা: সন্তানেরা, প্রভুর কথা মনে রেখে তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে মেনে চল। কেননা তা করা সমীচীন। "পিতা-মাতাকে সম্মান করবে"- এটি তো সেই প্রথম আদেশটি, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি প্রতিশ্রুতি; আর এই প্রতিশ্রুতি হল এই - "তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবি হবে।" "আর তোমরা পিতারা, তোমরা তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না।" "বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ করে গড়ে তোল" *(এফেসীয় ৬:১-৪)*।

আরো অনেক কৌশলই পিতা-মাতাদের হাতে অর্পিত আছে, যেগুলো যথাযথ প্রয়োগে শিশু হয়ে উঠতে পারে বিশ্বাসে বলীয়ান ও পালনে পরিবারে অলংকার স্বরূপ॥ ✿

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

প্রিথুলা ক্লেরি রোজারিও
এস.এফ.এক্স গ্রিন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
শ্রেণি : কেজি - 1

মিরপুর ধর্মপল্লীর সংবাদ

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

মিরপুর ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার অনুষ্ঠান

গত ৬ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী, মিরপুরে ২৭ জন ছেলেমেয়েকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এবং সহার্পিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার বিমল গমেজ, সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ও ফাদার প্রলয় ক্রুশ। খ্রিস্টযাগের শুরুতে আরতিকন্যা, ক্রুশ ও মোমবাতি হাতে সেবক, প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রার্থীগণ এবং যাজকগণ শোভাযাত্রা করে গীর্জা ঘরে প্রবেশ করে বেদীতে ধূপারতি দিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু করেন। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া উপদেশে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা ও সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনে খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস ও ভালোবাসা সহভাগিতা করেন। উপদেশের পরে প্রার্থীদের দীক্ষাপ্রতিক্ষা নবায়ন করানো হয়। দীর্ঘ দিন প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রার্থীরা অত্যন্ত ভক্তি ও বিশ্বাস ভরা অন্তরে যিশুকে গ্রহণ করে। প্রার্থীদের প্রস্তুতিতে সহায়তা দিয়েছে সিস্টার রাখী পিউরীফিকেশন ওএসএল এবং রিংকু জোসেপিন রড্রিক্স। খ্রিস্টযাগ শেষে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট, শুভেচ্ছা উপহার ও টিফিন বিতরণ করা হয়॥

হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান

গত ২০ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রেরিত গণের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে ২৫ জন ছেলেমেয়েকে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে হস্তার্পর্ণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। এদিন সকাল ৯:০০ টায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয়ের সাথে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বিমল গমেজ, ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও এবং ফাদার প্রলয় ক্রুশ উপস্থিত ছিলেন। বিশপ ইম্মানুয়েল বিশপীয় অভিষেকের পরে প্রথমবার মিরপুর ধর্মপল্লীতে আগমন করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে বিশপকে পা ধোয়ানো ও ফুল দেওয়ার মধ্যদিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে আরতিকন্যা, ক্রুশ ও মোমবাতি হাতে সেবক, হস্তার্পণ প্রার্থীগণ, ধর্মপিতা-মাতা এবং যাজকগণ শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করে বেদীতে ধূপারতি দিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু করেন। খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় প্রার্থীদের উদ্দেশে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ উপদেশে রাখেন। উপদেশে তিনি প্রার্থীদের এবং উপস্থিত সকলকে পরিবারে নিয়মিত খ্রিস্টীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ অনুশীলন করার আহ্বান জানান। উপদেশের পরে প্রার্থীদের দীক্ষা প্রতিক্ষা নবায়ন করানো হয়। দীর্ঘ দিন প্রস্তুতি নিয়ে হস্তার্পণ প্রার্থীরা অত্যন্ত ভক্তি ও বিশ্বাস ভরা অন্তরে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত লাভ করে। দীর্ঘদিন প্রার্থীদের প্রস্তুতিতে সহায়তা দিয়েছে শুক্তি হালদার ও সিস্টার সুমিত্রা ওএসএল। খ্রিস্টযাগ শেষে হস্তার্পণ গ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট, শুভেচ্ছা উপহার ও টিফিন বিতরণ করা হয়।

তিন জন পিমে সিস্টারের রজত জয়ন্তী

গত ২৭ অক্টোবর শুক্রবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পিমে সম্প্রাদায়ের তিন জন সিস্টার (সিস্টার তন্দ্রা, সিস্টার মারীয়া এবং সিস্টার শ্যামলী) ব্রতীয় জীবনে রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন প্রেরিত গণের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, মিরপুরে। সকাল ৯:৩০ মিনিটে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। খ্রিস্টযাগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ১১ জন যাজক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের আত্মীয় স্বজন এবং ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে নৃত্যকন্যা, আরতিকন্যা, ক্রুশ ও মোমবাতি হাতে সেবকগণ, জুবিলী উদ্‌যাপনকারী সিস্টারগণ ও একজন করে আত্মীয়, যাজকগণ এবং বিশপ মহোদয় গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। এরপর জুবিলী উদ্‌যাপনকারী তিন সিস্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করা হয়। পরে জুবিলী প্রদীপ প্রজ্জলন করেন বিশপ মহোদয়, পাল-পুরোহিত, পিমে সিস্টার প্রভিন্সিয়াল, জুবিলী উদ্‌যাপনকারী সিস্টারগণ এবং তাদের আত্মীয় স্বজন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের পিতামাতাদের এবং সিস্টারদের ধন্যবাদ জানান। উপদেশের পরে প্রভিন্সিয়ালের আহ্বানে জুবিলী পালনকারী সিস্টারগণ ব্রত নবায়ণ করেন। খ্রিস্টযাগের শেষ আর্শীবাদের পরে জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের প্রার্থনা কার্ড আশীর্বাদ করা হয়। পরে জুবলী পালনকারী সিস্টার, বিশপ মহোদয়কে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে ফুলের মালা এবং গানের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পিমে প্রভিন্সিয়াল সিস্টার রিটা পালমা সকলের সুন্দর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঢাকা মহানগর অঞ্চলে পারিবারিক সেমিনার

গত ১৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে, সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, রমনা, ঢাকা আর্চডায়োসিসান সেন্টারে ঢাকা মহানগর

পালকীয় পরিষদ ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরিবার কমিশনের আয়োজনে অর্ধদিবস ব্যাপি একটি পারিবারিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে একজন বিশপ, চারজন যাজক ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ১০৬ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। সেমিনারের মূলবিষয় ছিল "সিনডাল মণ্ডলীর আলোকে পরিবারে একসাথে পথচলা।" সেমিনার প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শুরু হয়। এর পরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার আলবাট টমাস রোজারিও এবং বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি। সেমিনারটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা মহানগর পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারি ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও। সেমিনারের নির্ধারিত বিষয়ের উপর দুইজন বক্তা অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপনা রাখেন। সেমিনারে যারা বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন ঢাকা মহধর্মপ্রদেশের পরিবার কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার প্রলয় আগস্টিন ডি'ক্রুশ এবং কারিতাসে কর্মরত লিলি এ গমেজ। বক্তারা তাদের উপস্থানায় পরিবারের বিভিন্ন দিক যেমন পরিবারে কিভাবে একসাথে থাকা যায়, পরিবারে পারস্পরিক বিবাদ আসলে কিভাবে তা সমাধান করা যায়, পরিবারে সবার জন্য সবার স্নেহ, ভালোবাসা, সম্মান দেখানো, সবাই একসাথে খাবার গ্রহণের আনন্দ ও গুরুত্ব, পিতা-মাতাদের ও সন্তানের মাঝে সম্পর্ক ইত্যাদি। বক্তাদের উপস্থাপনার পরে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অনুভূতি, মতামত, পরিবারের বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা, পরিবারের একসাথে পথ চলতে গিয়ে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ সহভাগিতা করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোর বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন অনেক পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার চর্চা না হওয়া, নিয়মিত ভাবে রবিবাসরীয় এবং অন্যান্য খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ না করা, পরিবারে এবং সমাজে মাদকের ভয়াবহতা, বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারগুলোতে এক বা দুই সন্তান হওয়ার কারণে ব্রতীয় জীবনে আহ্বান আশংকা জনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। আলোচনার পরে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি হয়॥

খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর খাটাং গ্রামে নতুন গির্জা ঘর আশীর্বাদ

সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি □ গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অধিনে খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর খাটাং গ্রামে নতুন গির্জা ঘর আশীর্বাদ করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর খাটাং গ্রামের এবং তার আশে-পাশের খ্রিস্টভক্তগণ দারাম নৃত্যের মধ্যদিয়ে বিশপ জের্ভাস রোজারিও, খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যোসেফ ফাম এসডিবি, ফাদার জোস এসডিবি, এমিল এক্কা এসডিবি, ফাদার প্রদীপ কস্তা, ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া, ফাদার বাবলু কোড়াইয়া এবং লক্ষীকোল মিশন থেকে আগত সিস্টারগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পূর্বে আশীর্বাদ প্রার্থনা, ফিতা কাটা এবং পবিত্র জল সিঞ্চনের মধ্যদিয়ে নতুন গির্জা ঘরের শুভ উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে বিশপ মহোদয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তার সহার্পিত খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় সহ মোট ৬ জন যাজক, ২ জন সিস্টার এবং প্রায় ৪০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ জের্ভাস বলেন, "আজকে আমরা যে সুন্দর পাকা গির্জাঘর নির্মাণ করতে পেরেছি তাও আমাদের বিভিন্ন দাতাগণ দান করেছেন। ফাদারগণ তাদের চিন্তা, মেধা ও শ্রম দিয়ে তিলে তিলে তাদের ভালোবাসার বিনিময়ে খ্রিস্টের উপস্থিতির চিহ্ন এই গির্জা ঘরটি নির্মাণ করেছেন। আজ আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

অন্যদিকে হস্তার্পণ প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা আজ থেকে হয়ে উঠছো খ্রিস্টের সৈনিক। তোমাদের বাপ্তিস্মের দিনে তোমাদের পিতা-মাতা ও ধর্মপিতা-মাতাগণ বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন এবং পাপকে পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। তাই, আজ আর অন্যেরা নয় তোমরা নিজেরাই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করবে এবং মণ্ডলির কাজে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে খ্রিস্টের সৈনিক হয়ে।"

খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ফাম সকল দাতা বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, "বিদেশী দাতা বন্ধুদের সঙ্গে এখানকার স্থানীয় মানুষেরাও গির্জাঘর নির্মাণের কাজে এবং গির্জাঘরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দান করে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন॥

মেরিল্যান্ডে জপমালা রাণীর প্রার্থনা দলের জুবিলী উদ্‌যাপন

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন □ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের সিল্‌ভার স্প্রিংয়ের সেন্ট ক্যামিলিউস গির্জায়, বিগত ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার জপমালা রাণীর প্রার্থনা দলের ২৫ বছরের জুবিলী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে দলের সদস্যদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন বিকেলে খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু এবং ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ। তাদের সহযোগিতা করেন ওয়াশিংটন ডিসির কাথলিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত ফাদার তিয়াস আগস্টিন গমেজ সিএসসি। খ্রিস্টযাগ শেষে তারা প্রার্থনা দলের সদস্যদের আশীর্বাদ এবং সকলের জন্য প্রার্থনা করেন। পরে উপস্থিত সকল খ্রিস্টভক্তদের মাঝে আশীর্বাদিত মেডেল বিতরণ করা হয়॥

World concern
witness the transformation

Employment Opportunity

World Concern in Bangladesh is searching an energetic, smart & potential candidate for the following key position based in Dhaka. Detail of position and other necessary requirement for the position is described as below:

JOB TITLE
Government Liaison cum Safety & Security Advisor

LOCATION
Dhaka, Bangladesh

REPORTS TO
Country Director

LENGTH OF CONTRACT
One Year Renewable based on performance and budget availability.

WORLD CONCERN VISION
A world transformed from poverty to the abundance of life.

WORLD CONCERN MISSION STATEMENT
World Concern partners to transform the lives of poor and marginalized people through disaster response and sustainable community development. The love of Christ compels us to pursue reconciliation and equip those we serve so that they may in turn share with others.

OVERVIEW
World Concern is a US-based Christian global disaster response and sustainable community development agency. The love of Jesus Christ compels us to join Him in spiritual reconciliation and physical transformation by expressing a culture that is boldly focused on Christ and extending opportunities to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve over 7 million people in 15 countries, focusing on food security, child protection, education, maternal and child health, microfinance, vocational training, clean water and sanitation, and disaster response.

POSITION SUMMARY
The Government Liaison (GL) cum Safety and Security Advisor (SSA) ensures compliance to the Government of Bangladesh (GoB) INGO registration requirements and secures timely project approvals from NGO Affairs Bureau (NGOAB) to ensure program implementation without disruption or delays. The GL will build strong relationships with GOB / NGOAB officials at all necessary levels while communicating and exemplifying World Concern's Core Values, Code of Ethics, Fraud Prevention, and other organizational policies that build our Christian identity. The SSA will be fluent in SS risk assessments, analysis, and contingency planning. The GL-SSA will report directly to the Country Director (CD), supporting the Senior Leadership Team (SLT) as an extended member and will be assigned other duties from time to time as determined by the CD.

ESSENTIAL FUNCTIONS

DUTIES& Responsibilities

Government Liaison (approximately 50% level of effort)
- Provide strong and clear leadership in articulating and championing World Concern's Christian Identity to all stakeholders, including GoB officials at all levels.
- Responsible for quick turnaround of ALL government approvals such as but not limited to FD-6, FD-7, FD-4, FC-1, and FD-2 fund release, audit, and completion certificates.
- Support administration, finance, and procurement as and when required with deep understanding, commitment and diplomacy representing World Concern's Code of Conduct and Fraud Prevention Policies.

Safety & Security Advisor (approximately 50% level of effort)
- Ensure the Bangladesh Country/Program Safety and Security Plans are reviewed periodically and up to date.
- Collaborates regularly with the Global Safety and Security Advisor (GSSA) and S&S counterparts in other WC Country Missions.
- Initiate and facilitate Country/Program Risk Assessments as needed in urgent or slow-set crises.
- Prepare and give security briefings to new staff and visitors to offices/programs.
- In close coordination with HR, CD and GSSA, evaluate and recommend appropriate security training or capacity-building opportunities for staff. Ensure that staff takes advantage of safety and security training, real-time and online, appropriate to their positions and functions.
- Debrief security incidents with CD, GSSA and Asia Area Director all staff involved; ensure incident report forms and procedures are completed speedily and fully and make recommendations as appropriate.

ESSENTIAL QUALIFICATIONS
- Openly and unashamedly professes Christian identity and models Christian lifestyle and decision-making at work, home, and all aspects of life.
- Articulates and exemplifies World Concern's Vision, Mission, Values and Culture with stakeholders.
- Leads with Uncompromising integrity and does not yield to stakeholder pressure of fraud, corruption, or any policy violations; Has no history of fraud or corruption in former roles.
- Has excellent relationship, negotiation skills, and solution-focused problem-solving history; maintains an even disposition in difficult situations.
- Fluent in oral and written Bangla and English; ability to translate policy, government agreements and other role-related communications from Bangla to English and Provide strong and clear leadership in articulating and championing World Concern's Christian Identity to all stakeholders, including GoB officials at all levels.

EDUCATION
Bachelor's degree in administration, Organizational Leadership, International Relations, INGO or Multinational Corporation Administration, Safety and Security certifications or studies relevant to the SSA role. Relevant work experience may be substituted for education on a year-for-year basis. International experience in similar roles is advantageous.

EXPERIENCE
- At least 5 years of experience with INGO in successfully managing NGOAB relationships related to INGO approvals
- 3 years of Safety and Security experience for INGO and/or Multinational Organizations in Bangladesh or comparable context.
- Proven ability to collaborate with SLT, Program and Project Leadership, Finance, Administration, and Compliance as part of a key role within cross-functional teams; leading through influence, successfully collaborating, and partnering across an organization.
- Has strong familiarity with NBR (National Board of Revenue)regarding relevant INGO tax laws and the interplay of taxation and NGOAB relationships.
- Contributes to the design and development of programmers and projects to ensure GoBcompliance and S&S risks are considered and S&S resources are included in budgets (staff, equipment, training, etc.).

SOFTWARE / EQUIPMENT KNOWLEDGE
- Knowledge of Microsoft Office Suite applications (Word, Excel, PowerPoint, and SharePoint)
- Secure communication systems, such as SIGNAL

OTHER CONSIDERATIONS
- Must be committed to spending significant time at the NGOAB and related government officesto develop and manage relationshipsto secure timely operational approvalswhile avoiding fraud, corruption and other practices that compromise our Christian identity and relevant policies.
- Up to 25% field travel to support project teams and local UNO and other GoB relationships as well as S & S support at the project level.

SALARY
- Negotiable (Depends on Candidate's essential qualification, education, experience, software/equipment knowledge and other considerations as per Job Description)

Application Procedure:

If you feel that your qualification and experience matches with our requirements, you are requested to apply with a Full Resume with two professional references, 01 copy of passport size photograph and copies of all academic & experience certificates including **SMART ID Card** directly to the following E-mail Address: wcbcohrd@gmail.com **on or before 20 November 2023.**

Our organization is committed to promote equal opportunities for women and men from different caste, ethnic and religious backgrounds and encourage candidates of diverse backgrounds to apply for vacant position. Only short-listed candidates will be contacted for interview.

Application Deadline: 20 November 2023

বিপ্র/৩৫১/২৩

World Concern
witness the transformation

Employment Opportunity

World Concern is a Christian global relief and development agency whose supporters' faith compels them to extend opportunity and hope to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve nearly 6 million people in 15 countries, focusing on food security, child protection, education, maternal and child health, microfinance, vocational training, clean water and sanitation and disaster response.World Concern in Bangladesh is searching an energetic, smart & potential candidate for the following key position based in Dhaka. Detail of position and other necessary requirements for the position is described as below:

Position : Head of Microcredit & Economic Development

Program – World Concern Bangladesh

Location : Dhaka domicile with extensive travel to field program areas

Reports to : CEO of World Concern Bangladesh / Country Director

Supervises :Finance Manager, Area MFI Managers; Collaborates with World Concern HR, Admin & Program support functions

Length of Contract: One year-renewable based on performance, budget and strategy

Purpose:

Pursing World Concern's vision of "AWorld Transformed from Poverty to Abundance of Life", the Head of World Concern Bangladesh's Microcredit& Economic Development Program (HMCEDP)will provide effective servant leadership to deliver qualitative and quantitative growth of present microcredit, savings as well as new and innovative products & Services through our MFI. The ideal candidate has a history of success in leading and developing MFIs and designing, securing funds and implementing impact through economic development, which includes livelihoods &food securitywith the integration of World Concern's Transformational Development approach into throughout WC programs.

Responsibilities:

1. **Key Directions (10%)**
   - Develops, monitors and implements short- and long-term business plan
   - Reports directly to the CEO/Country Director to co-develop directions for MCP and Economic Development Programs aligned to country strategy
   - Drives value-based transformational culture where people excel and love to be part of; sets the tone and pace through personal example of intentional Christian lifestyle
2. **Board of Trustee Interaction in collaboration with CEO/CD**
   - Ensures timely and accurate preparation of Board Meetings in tandem with CEO
   - Relates with CEO, Board Chair and Executive Committee to develop pipeline of future trustees
   - Orients and engages Board members as ambassadors of World Concern's Vision, Mission, Values and overall program direction in Bangladesh
3. **Achievement of annual targets and strategic goals (10%)**
   - Leads the institution in developing and then achieving the targets as defined and agreed in the business plans, as well as in accomplishing World Concern's strategic goals
4. **Fund Sourcing (10%)**
   - Negotiates effectively with creditors, grant bodies and other financial institutions, especially PKSF, for capital expansion opportunities.
   - Ensures compliance with conditions and reporting requirements
   - Support fundraising activities in the office for local/ international funding opportunities.
5. **Financial Management (10%)**
   - Ensures that annual financial projections, reports and budget are prepared for board and World Concern on time
   - Recommends yearly budget for Board approval and prudently manages WCMCP's resources within those budget guidelines
   - Ensures effective banking system (management software) in place and links with larger WC country and global reporting system
6. **Risk Management (10%)**
   - Ensures that all loans are prudently disbursed
   - Ensures savings products are effectively priced and delivered
   - Ensures that effective internal control and risk management system is established and maintained
7. **Effective integration with World Concern and effective promotion of the national and global organization**
   - Ensure at national office and branch level integration strategies are fully understood, communicated and practiced
   - Ensures that both WCMCP and World Concern's mission, programs, products and services are consistently presented in strong, positive image
8. **Institutional strengthening, capacity and World Concern brand-building (10%)**
   - Provide effective Christ centered leadership
   - Ensures effective staff development, succession planning and performance management systems are in place at all levels
9. **Policy formulation and compliance to MRA and World Concern policies**
   - Formulates and implements guidelines, procedures, internal regulations that are consistent with the policies set forth by the Board of Trust, World Concern, MRA and industry regulators
   - Ensures ethics and accountability within the team. Take ownership of relevant policies and procedures and continue to mentor the team in them
10. **Levels of authority (5%)**
    - Approves and confirms staff appointment, promotion, demotion and termination; Board and Country Director involved in decisions for direct report staffing decisions (one level under)based on authorities and responsibility matrix

Required Education, Skills & Experience:

- Model and demonstrate effective Christian leadership and able to lead daily devotions and apply scripture discern God's direction in planning and decision making (Lead Like Jesus practiced)
- Understands the role of micro finance in transformational development in communities, families and children.
- Ten years working experience in senior/executive management in a combination of the following: micro-enterprise lending organization, banking institution, a progressive corporate environment, international business, or economic and business development institution
- Clear understanding of micro finance industry, banking and technology; has experience with gBanker or similar loan management systems
- Strong strategic skills; forward-thinking; innovates solutions to overcome various contextual constraints
- Demonstrated value-guided relational success with government, donors and various stakeholders
- Understands, articulates and integrates World Concern's transformational development approach into life and all WC program and operational activities; partners with Church and Christian organizations in Bangladesh and region.
- Fluent with and has demonstrated prior compliance to local regulatory requirements (MRA)
- Excellent communication and marketing skills (both written and verbal)
- Fluent in English and Bangla
- Ability to travel domestically and internationally as needed

Preferred Education, Skills & Experience:

- Master's Degree in Business Administration, Accounting, Banking or Finance
- Experience inand willingness to traveling domestically/internationally

Essential Competencies:

- Achieving Competencies
- Thinking Competencies
- Self-Managing Competencies
- Relational Competencies

SALARY

- Negotiable (Depends on Candidate's essential qualification, education, experience, software/equipment knowledge and other considerations as per Job Description)

Application Procedure:

If you feel that your qualification and experience matches with our requirements, you are requested to apply with a Full Resume with two professional references, 01 copy of passport size photograph and copies of all academic & experience certificates including SMART NID Card directly to the following E-mail Address: wcbcohrd@gmail.com **on or before 20 November 2023**.

Our organization is committed to promote equal opportunities for women and men from different caste, ethnic and religious backgrounds and encourage candidates of diverse backgrounds to apply for vacant position. Only short-listed candidates will be contacted for interview.

Application Deadline: 20 November 2023

বিপ্র/৩৫২/২৩

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

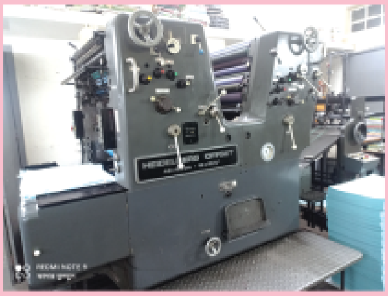

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

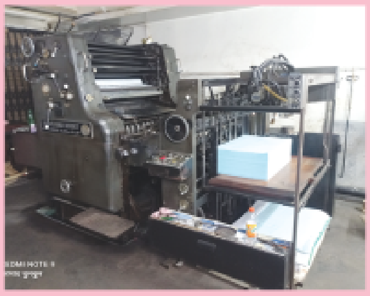

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

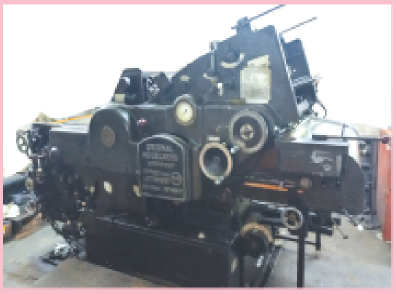

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রথমদিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৪ (Bible Diary - 2024), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৪১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 41
Regd. No. DA-33
❖ 12 - 18 November, 2023, ২৭ কার্তিক - ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ভর্তি চলছে! **হলি ক্রস হোস্টেল, রাজশাহী।** ভর্তি চলছে!

পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত

৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির সকল ধর্মের ছাত্রদের জন্য আবাসিকের ব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানা
হোস্টেল সুপারভাইজার
০১৭৭২-১৪৫৯৯৩
হোস্টেল ইন-চার্জ
০১৭৩৪-০২৯১৯৪

ঠিকানাঃ হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাস, কুচপাড়া (বড়বনগ্রাম), ওয়ার্ড-১৭, সপুরা, শাহ্‌মখদুম, রাজশাহী-৬২০৩।

বিজ্ঞ/৩৪৭/২৩

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হারঃ -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org